Sold by
BLACK
RBURY &
LLEN
NDON.

8° A. Oz. 2532

Simhāsana-
dvātrimśikā
~~Singhasana~~.

Le trône à 32 images,
traité de politique et de morale
formant une suite d'anecdotes, etc
en Bengali.
imprimé à Serampoar, au
Bengale en 1803

Ex. bibliotheca
Steph. Quatremeri.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

বত্রিশ সিং-হাসন।

সং- গ্রহ ভাষাতে।

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মনা ক্রিয়তে।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।
১৮০৮।

দৈব লৌকিকোভয় সামর্থ্য সম্পন্ন শ্রীবিক্র
মাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন।
দেব প্রসাদ লব্ধ দ্বাত্রিং-শৎ পুত্তলিকাযুক্ত
রত্নময় এক সিং-হাসন তাঁহার বসিবার ছিল।
ঐ শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গারোহন পরে
সেই সিং-হাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র
কেহ না থাকাতে সিং-হাসন মৃত্তিকার মধ্যে
প্রোথিত হইয়াছিল। কিছু কাল পরে শ্রীভোজ
রাজার অধিকারের সময়ে ঐ সিং-হাসন
প্রকাশ হইল। তাহার উপাখ্যানের বিস্তর
এই।—

বত্রিশ সিং হাসন

দক্ষিন দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক শস্য ক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্য ক্ষেত্রের চতু র্দিগে পরিখা করিয়া শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যুথী জাতী সে বতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপন করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন। সেই উপবনের নিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল সে বনহইতে

হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গাণ্ডার বানর ঋক্ষ শূকর শল্লক ভালুক হরিণ আদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য নষ্ট প্রত্যহ করে। এজন্য যজ্ঞ দত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারন ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল মঞ্চের উপরে যতক্ষন বসিয়া থাকে ততক্ষন রাজাধিরাজের যে মত প্রতাপ ও শাসন ও যন্ত্রনা সেই মত প্রতাপ ও শাসন ও যন্ত্রনা কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে এ কি আশ্চর্য্য এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে বীরাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রি সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাস পাত্র এক মন্ত্রিকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন।

সেই মন্ত্রি যাবত মঞ্চের ওপরে থাকে তাবত রাজাধিরাজ প্রায় প্রতাপ ও শাসন ও যন্ত্রনা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরও নয় এবং মন্ত্রিরও নয় কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকার কোনহ বস্তু আছেন তাহারি শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজ প্রায় হয়। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যের ওদ্ধার কারন সেই স্থান খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা খনন করিল তৎপরে সেই স্থানহইতে প্রবাল মুক্তা মানিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মনিগানেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্ন সিং-হাসন উঠিলেন। সেই সিং-হাসনের তেজে রাজা ও রাজার পরিজন লোকেরা সিং-হাসন প্রতি অবলোকন করিতে পারিলেন না। তৎপরে রাজা হৃষ্ট চিত্ত হইয়া আপনার রাজধানীতে

সিং-হাসন আনয়নের ইচ্ছা করিয়া ভৃত্য বর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা সিংহাসন চালন করন অনেক যত্ন করিল সেস্থানহইতে সিংহাসন লড়িল না। তৎপরে আকাশ বানী হইল যে হে রাজা নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার আদি উপকরন দিয়া এ সিং-হাসনের পূজা বলিদান হোম কর তবে সিংহাসন উঠিবে তাহা শুনিয়া রাজার সেই রূপ করাতে সিংহাসন অনায়াসে উঠিলেন।

তৎপরে বীরানামে নিজ রাজধানীতে সিং-হাসন আনিয়া স্বর্ন রূপ্য প্রবাল স্ফটিক ময় স্তম্ভেতে শোভিত রাজসভা স্থানের মধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরে রাজা সেই সিংহা সনে বসিতে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিত লোকের দিগকে আনাইয়া শুভক্ষন নিরূপন করিয়া ভৃত্যবর্গেরদিগকে অভিষেক সামগ্রী আয়ো জন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্যবর্গেরা

আজ্ঞা পাইয়া দধি দূর্ব্বা চন্দন পুষ্প অগুরু কুঙ্কুম গোরোচনা ছত্র তরাসি চামর ময়ূর পুচ্ছ অস্ত্র শস্ত্র পতি পুত্র বতী স্ত্রীগণের হস্তেতে দর্পনাদি অধিবাস সামগ্রী সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর চিহ্নেতে চিহ্নিত এক ব্যাঘ্র চর্ম্ম এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তৎপরে শ্রীযুত রাজ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মন পণ্ডিতবর্গ মন্ত্রি সামন্ত সৈন্য সেনাপতিতে বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন ইত্যবসরে সিংহাসনের প্রথম পুত্তলিকা রাজাকে কহিতে লাগিলেন।

হে রাজা শুন যে রাজা গুনবান্ অত্যন্ত বিনবান্ অতিশয় দাতা অত্যন্ত দয়ালু অতি বড় শূর সাত্বিক স্বভাব সদা উৎসাহশীল প্রবল প্রতাপ হন সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য অন্য সামান্য রাজা উপযুক্ত নহেন।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকা আমি যাহাকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সর্ব্ব লক্ষ সুবর্ন দি অতএব আমাহইতে অধিক দাতা পৃথিবীতে অন্য কে আছে। ইহা শুনিয়া পুত্তলিকা উপহাস করিয়া কহিলেন। হে রাজা শুন যে লোক মহৎ হয় সে আপনার গুন আপনি বর্ননা করে না তুমি আপন গুন আপনি ব্যাখ্যা করিলে ইহাতেই বুঝিলাম তুমি অতি ক্ষুদ্র। বড় লোক সেই যার গুন অন্যে বর্ননা করে আপনার গুন আপনি বর্ননা করনেতে কিছু ফল নাহি পরন্তু লোকেরা নির্ল্লজ্জ বলে যেমত যুবতী স্ত্রীর আপন স্তন মর্দ্দন আপনি করিলে কিছু সুখ নাহি কিন্তু লোকেরা নির্ল্লজ্জ বলে। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন হে পুত্তলিকা এ সিংহাসন কাহারও কি রূপে হইয়াছে বৃত্তান্ত কহ। পুত্তলিকা কহিলেন হে মহারাজ সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন।—

অবন্তী নাম নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার অভিষেক কালে শ্রী বিক্রমাদিত্যনামে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনহ অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্র তুল্য প্রজা পালন দুষ্টের দমন এই রূপ পৃথিবী পালন করেন। অনঙ্গসেনা নামে রাজার পট্টরানী আপন রূপ গুনেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন। সেই নগরে এক ব্রাহ্মন ভুবনেশ্বরী দেবীর আরা ধনা করেন আরাধনাতে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন। হে ব্রাহ্মন বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মন অনেক স্তব বিনয় করিয়া কহিল হে দেবী আমার প্রতি যদি প্রসন্না হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর করুন। ইহা শুনিয়া দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মনকে এক ফল দিলেন ও কহিলেন এ ফল ভক্ষন করিলে অজর অমর হইবা। দেবী এই

রূপ বর দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আইলেন। পরদিবস স্নান পূজাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া ফল ভক্ষন করিতে বসিয়া মনে বিচার করিলেন আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক আমার দীর্ঘকাল জীবনে প্রয়োজন কি। রাজা ভর্তৃহরি পরম ধার্ম্মিক তাঁহার দীর্ঘ কাল জীবনে অনেকের ভাল হইবে। এই বিচার করিয়া রাজ সভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সে ফল দিলেন এবং সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা ফল পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন ব্রাহ্মনের অনেক পুরস্কার করিলেন ব্রাহ্মন আপন ঘরে গেলেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রানীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন এই প্রযুক্ত রানীকে সেই ফল দিলেন এবং ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রানী পুরীন মন্ত্রির সঙ্গে থাকেন এই জন্যে সেই ফল পুরীন মন্ত্রিকে বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন পুরীন মন্ত্রি এক বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন সেই

বেশ্যাকে বৃত্তান্ত কহিয়া সেই ফল দিলেন। বেশ্যা সেই ফল পাইয়া বিচার করিল এই ফল যদি আমি রাজা ভর্তৃহরিকে দি তবে অনেক ধন পাইব। এই পরামর্শ করিয়া সেই ফল রাজাকে দিল। রাজা সে ফল পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই ফল আমি রানীকে দিয়াছিলাম এ গনিকার সহিত রাজার আত্যন্তিকী প্রীতি কি রূপে হইল। অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন। অনন্তর সংসার বিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি বিষয় দোষ বিবেচনা করিলেন। আমি যে স্ত্রীকে প্রানহইতে অধিক প্রিয় করিয়া জানি সে আমাতে বিরক্তা হইয়া মন্ত্রিতে অনুরক্তা হয়। সে মন্ত্রীও রানীতে বিরক্ত হইয়া বেশ্যাতে অনুরক্ত হয় সে বেশ্যার ও মন্ত্রিতে অনুরাগ নাহি কেবল ধনেতে অনুরাগ। অতএব স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়তে প্রীতি করা ভ্রম মাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা স্বরাজ্য ত্যাগ

করিয়া বনে গেলেন। তথাতে দেবদত্ত ফল ভক্ষন করিয়া যোগাবঢ় হইয়া থাকিলেন। রাজা ভর্তৃহরির সন্তান ছিল না রাজ্য অরা জক হইল চোর দস্যুর ভয় দিনে দিনে অতিশয় হইল।

অগ্নি নামে বেতাল সে দেশে আশ্রয় করি লেন ইহাতে মন্ত্রিগনেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্য রক্ষার কারন রাজলক্ষনযুক্ত এক ক্ষত্রিয় বালককে আনিয়া সেই দেশের রাজা যে দিবস করিলেন সেই দিবস রাত্রি যোগে অগ্নি বেতাল আসিয়া সে রাজাকে নষ্ট করিয়া গেল। এই রূপ মন্ত্রিগনেরা যখন যাকে আনিয়া রাজা করেন তখন তাহাকে অগ্নিবে তাল নষ্ট করেন ইহাতে সে দেশে রাজা স্থির হইতে পারিলেন না। দুষ্ট লোকের দুষ্টতাতে দেশ দিনে দিনে নষ্ট হইতে লাগিল মন্ত্রিগনেরা রাজ্য রক্ষার্থে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কোনহ ওপায় স্থির করিতে পারিলেন না

এক দিবস মন্ত্রিগনেরা চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্য বেশ ধারন করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন মন্ত্রিরদিগকে কহিলেন এ রাজ্য অরাজক কেন। মন্ত্রিরা কহিলেন রাজা বন প্রবেশ করিয়াছেন আমরা রাজ্য রক্ষার কারন যাহাকে রাজা করি রাত্রি হইলে তাহাকে অগ্নি বেতাল নষ্ট করেন। ইহা শুনিয়া বিক্রমা দিত্য কহিলেন অদ্য আমাকে রাজা কর। মন্ত্রিরা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রাজার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কহিলেন অদ্য প্রভৃতি আপনি অবন্তী দেশের রাজা হইলেন আপনকার আজ্ঞানুসারে আমরা আপন আপন কর্ম্ম করিব। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী দেশের রাজা হইয়া সমস্ত দিবস রাজ্যোপ যুক্ত সুখভোগ করিয়া রাত্রি কালে অগ্নিবেতা লের কারণ নানা প্রকার মদ্য মাংস মৎস্য মোদক পিষ্টক পরমান্ন অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ

ঘৃত নবনীত চন্দন পুষ্প মালা নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গৃহের মধ্যে রাখাইয়া সেই গৃহেতে আপনি উত্তম শয্যাতে জাগিয়া থাকিলেন। তারপর অগ্নি বেতাল খড়্গ হস্তে করিয়া সেই গৃহের মধ্যে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রাজা কহিলেন অগ্নিবেতাল শুন আপনি যখন আমাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছেন অবশ্য নষ্ট করিবেন কিন্তু আপনকার নিমিত্ত যে সকল খাদ্য সামগ্রী করিয়াছি সে সকল সামগ্রী ভক্ষন করিয়া পশ্চাতে আমাকে নষ্ট করিবা। অগ্নি বেতাল ইহা শুনিয়া সে সকল সামগ্রী ভক্ষন করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এই অবন্তী দেশ তোমাকে দিলাম পরম সুখে ভোগ করহ কিন্তু আমাকে এই রূপ প্রত্যহ ভোজন করাইবা। রাজাকে ইহা কহিয়া

অগ্নিবেতাল সে স্থানহইতে স্বস্থানে গেলেন। রাজা প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া করিয়া সভাতে বসিলেন। মন্ত্রিপ্রভৃতিরা রাজাকে দেখিয়া আপনং মনে নিশ্চয় করিলেন ইনি অগ্নিবেতাল হইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন অতএব কোনহ মহাপুরুষ হইবেন। ইহা মনে বিচার করিয়া রাজাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং অত্যন্ত সাবধান হইয়া আপনং কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজা ভয় ও প্রীতিতে মন্ত্রিপ্রভৃতিকে আপন আজ্ঞার অধীন করিয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে রাজ কর্ম্ম করেন। প্রতি দিন রাত্রি হইলে অগ্নিবেতালকে পূর্ব্বের মত ভোজন করান। এই রূপ উপায়েতে অগ্নিবেতালকে ও বশ করিলেন। অনন্তর এক দিবস রাত্রিকালে অগ্নিবেতাল ভোজন করিয়া আনন্দিত হইয়া বসিয়া আছেন সেই সময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে বেতাল তুমি কি করিতে পার কিবা জান।

বেতাল কহিলেন আমি যা মনে করি তাহাই করিতে পারি এবং সকলি জানি। রাজা কহিলেন বল দেখি আমার পরমায়ু কত। বেতাল কহিলেন তোমার এক শত বৎসর আয়ু। রাজা কহিলেন আমার বয়ঃক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে সে ভাল নয় অতএব শতের ওপরে এক বৎসর অধিক করিয়া কিম্বা শতহইতে এক বৎসর ন্যূন করিয়া দেও। বেতাল কহিলেন হে রাজা তুমি অতি বড় সাত্ত্বিক দাতা দয়ালু ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় দেব ব্রাহ্মণ পূজক তোমার আয়ুর্দ্দায় সম্পূর্ণ ভোগ হইবে ন্যূনাতিরেক করিতে কেহ পারিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন বেতাল আপন স্থানে গেলেন। পরে রাজা রাত্রিতে বেতালের ভোজনের সামগ্রী না করিয়া যুদ্ধ সজ্জাতে থাকিলেন বেতাল আসিয়া ভোজন সামগ্রী কিছু না দেখিয়া ও রাজার যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ওরে শঠ রাজা অদ্য আমার খাদ্য

দুষ্য কেন কিছু করিস নাহি। রাজা কহিলেন যদ্যপি তুমি আমার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক করিতে পারিবা না তবে নিরর্থক তোমাকে নিত্য কেন ভোজন করাই। বেতাল কহিলেন হাঁ এখন তোর এমন কথা। আয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর আজি তোকেই খাইব। এই বাক্য শুনিয়া রাজা ক্রোধেতে যুদ্ধ করিতে উঠিলেন। অনন্তর বেতালের সহিত রাজার অনেকক্ষন পর্য্যন্ত অনেক প্রকার যুদ্ধ হইল। বেতাল যুদ্ধেতে রাজার বল পরাক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে রাজা তুমি বড় বলবান তোমার যুদ্ধ পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন তুমি যদ্যপি প্রসন্ন হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও যখন তোমাকে স্মরন করিব তখন আমার নিকট আসিবা। বেতাল রাজাকে এই বর দিয়া আপন স্থানে গেলেন। পর দিন প্রভাতে মন্ত্রিরা রাজার পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া এবং রাজার

পরিচয় পাইয়া বড় ঘটা করিয়া রাজার অভি
ষেক করিলেন। এই রূপ রাজা অভিষিক্ত
হইয়া পরমসুখে নিস্কণ্টকে রাজ্য ভোগ
করেন। ইতোমধ্যে এক দিবস এক যোগী
আসিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুমি
যদি আমার প্রার্থনা ভঙ্গ না কর তবে আমি
কিছু তোমাকে যাচ্ঞা করি। রাজা কহিলেন হে
যোগী আমার যত সম্পত্তি আছে সে সকল
সম্পত্তিতে কিম্বা আমার এই শরীরেতে যদি
তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় তথাপি আমার
অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী কহিলেন আমি এক
শব সাধন করিয়াছি তুমি তাহাতে ওস্তর
সাধক হও। রাজা স্বীকার করিলেন তার
পর যোগী রাজাকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে
গেলেন শ্মশানে গিয়া যোগী কহিলেন হে
রাজা এখানহইতে দুই ক্রোশে শিংশপা বৃক্ষে
এক শব বাঁধা আছে তাহা শীঘ্র আন এই মতে
রাজাকে শব আনিতে পাঠাইয়া আপনি শ্মশা

নের পুর্ব্বদিগে ঘর্ঘরা নদীর তীরে শ্রীকালিকার মন্দিরে মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাজা শিংশপা বৃক্ষের নিকট গিয়া বৃক্ষের ওপর ওঠিয়া খড়্গেতে শবের বন্ধন কাটিলেন ও শব বৃক্ষের তলে পড়িল। রাজা বৃক্ষহইতে নামিবামাত্র শব বৃক্ষের ওপর গিয়া পুর্ব্বমত থাকিল। রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে ওঠিয়া শব লইয়া নামেন। এই সময়ে অগ্নি বেতাল রাজার বিপৎকাল জানিয়া তথাতে রাজার পুতাক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি কথা কহিয়া রাজার শ্রম দুর করিয়া কহিলেন। এই পঞ্চবিংশতি কথার বিস্তার বেতাল পঞ্চবিংশতিতে আছে। বেতাল কহিলেন হে মহারাজ এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী তোমাকে ওত্তম পুরুষ জানিয়া আনিয়াছে সুবর্ণ পুরুষ সিদ্ধির কারণ তোমাকে বলি দিবেক এই মনে করিয়াছে অতএব তুমি অত্যন্ত সাবধান থাকি বা। এ যোগী যখন যাহা করিতে বলিবে

তাহা বিবেচনা করিয়া করিবা দুর্জ্জনের উপকার করাতে উত্তরকাল ভাল হয় না। রাজা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে বিচার করিলেন এ যোগী স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছে আমি দেশের রাজা অনেকের প্রতিপালক আমাকে বলি দিয়া স্বর্ণ পুরুষ সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে স্বর্ণ পুরুষ সিদ্ধ হইলে কেবল ধন হয় পরমার্থে লেশ ও নাহি এ দুষ্ট যোগী কেবল আপনারি সুখের কারণ অনেকের আত্যন্তিক মন্দ যাহাতে হয় এমত পাপ কর্ম্মে উদ্যত হইয়াছে। মুর্খেরা লোভেতে এক জন্মের যৎকিঞ্চিৎ সুখের জন্য এমত পাপ করে সে পাপের ফলে সহস্র জন্ম পর্য্যন্ত নানা প্রকার দুঃখ পায়। দুষ্ট লোক যদি পুণ্যের সমুদ্রে থাকে তথাপি আপন দুষ্টতা ত্যাগ করে না। যেমত ক্ষীর সমুদ্রে সর্ব্বদা দুগ্ধ পান করিয়া যে সর্প থাকে সে সর্প বিষোদ্গার ব্যতিরেকে অমৃত কদাচ করে না। আর সর্পের বিষের

দমন মন্ত্র মহৌষধিতে যেমত হয় তেমত নীতি শাস্ত্রানু সারে বিচার করিয়া কর্ম্ম করিলে দুষ্ট লোকের দুষ্টতা অকিঞ্চিৎকর হয়। কিন্তু এ অতি বড় দুষ্ট যোগী ইহার বধ রাজ ধর্ম্ম। এই রূপ পরামর্শ করিয়া যত্ন হস্তে শীঘ্র আসিয়া যোগীর মস্তক ছেদন করিলেন। মস্তক ছেদন করিবা মাত্র স্বর্ণ পুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার প্রভাব প্রশংসা করিলেন এবং তদবধি রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকিলেন। রাজা প্রভাতে পর মানন্দে স্বর্ণ পুরুষ লইয়া আপন রাজধানীতে আইলেন স্বর্ণ পুরুষের প্রসাদে কুবেরের তুল্য ধনবান্ হইয়া নানা প্রকার সুখ বিলাস করেন। ইত্যবসরে সিদ্ধসেন নামে এক ব্রাহ্মণ কান্য কুব্জ দেশহইতে রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন হেরাজা সম্পত্তি স্ত্রী হন তোমার এ সম্পত্তি যদি তোমাহইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার কন্যা হইলেন যদি তোমার পিতাহইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার

ভগিনী হইলেন যদ্যপি অন্য কাহারো তুষ্টি পাইয়াছ তবে পরস্ত্রী হইলেন অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ সর্ব্বদা সম্পত্তি ভোগের উপযুক্ত হন না এই নিমিত্তে সজ্জনেরা সম্পত্তি পাইয়া বিতরণ করিয়া থাকেন। তুমিও সজ্জন তোমাকে দান করিবার উচিত হয়। ব্রাহ্মণের পুণ্যাশ্রম ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন বড় আশ্চর্য্য লিকাতে বসিলে দিব্য হস্তী উত্তম অশ্বের উপরে চড়িলে কিম্বা অপূর্ব্ব সুন্দরী সম্ভোগ করিলে লোক বড় হয় না কিন্তু আপন বীনেতে পরের বীনের ন্যায় মমতা ত্যাগ করিয়া যে বীন দান করে সেই বড় লোক এবং পুণ্যসার পাত্র। ইহা মনে স্থির করিয়া এমত দান সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন পৃথিবী মণ্ডলে দরিদ্র কেহ থাকিল না দেবলোক পর্য্যন্ত রাজার সুখ্যাতি হইল। দেবলোকেরদের রাজা ইন্দ্র তাঁহার সভাতে দেবতারা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদা প্রতিষ্ঠা করেন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শুনিয়া

ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন মনুষ্য লোকে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজশিরোমনি আমার তুল্য অতএব ইন্দ্র দ্বাত্রিংশত পুত্তলিকাযুক্ত রত্ন ময় আমার সিংহাসন আমি প্রসন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্যকে দিলাম। হে বায়ুদেবতা তুমি দিয়া আইস। ইন্দ্রের আজ্ঞা প্রমাণে পবন দেবতা আপন বেগে রাজসভারমধ্যে সিংহাসন আনিয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বইসেন তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্যে গাম্ভীর্য্য সাহস ওদ্যোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়। তদনন্তর সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের উপদেশে বিতরণ করাতে আমার এ দিব্য সিংহাসন লাভ হইল রাজা মনে এই নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সভাসদ পণ্ডিতের দের প্রধান করিলেন। রাজা সভাতে প্রত্যহ

শতং বেদজ্ঞ বেদান্তি মীমাংসক তার্কিক সাংখ্য
বেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ
নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা
অলঙ্কার নীতিশাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্বেদ প্রভৃতি
নানা শাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালিদাস বররুচ ভবভূতি
ক্ষপনক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর
বরাহমিহির বিন্বন্তরি প্রভৃতি সকল পণ্ডিত
বর্গ লইয়া রাজা নানা শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বিবিধ
প্রকার কবিতার আমোদে পরম সুখে রাজ্য
ভোগ করেন। পুত্তলিকা কহেন হে তোমা
রাজ এ সকল কথাতে তুমি সন্দিগ্ধ হইও না
পৃথিবী বহুরত্না পুরুষের তপ জপ দান জ্ঞান
প্রভৃতি ধর্ম্ম বলেতে দুর্লভ কিছু নাহি। শ্রীবি
ক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি প্রতাপের নানা প্রকার কথা
আছে কহা যায় না। এই রূপে রাজার
কিঞ্চিৎ ন্যূন এক শত বৎসর পরমায়ু হইল।
বেতালের কথা স্মরণ করিয়া আপন মৃত্যুর
সময় হইল ইহা বুঝিলেন বিবেচ

করিলেন ক্ষত্রিয় জাতির সম্মুখ যুদ্ধে মরণ হইলে অনায়াসে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় ইহা নিশ্চয় করিয়া পুত্তিস্থান পুরের শালিবাহন নামে রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া মন্ত্রিগণের দিগকে সেনা সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রিগণেরা সহস্রং রথী অযুতং গজারূঢ় লক্ষং অশ্বারূঢ় নিযুতং ওষ্ট্রারূঢ় কোটীং অশ্বারূঢ় অর্ব্বুদং বীনুষ্ক বৃন্দং অগ্নিঘ্ন খর্ব্বং খড়্গ চর্ম্মধারী শতং কণ ভুষণ বিনু চাল তরায়ার খড়্গ বর্ষা কাটার টাঙ্গি বন্দুক কামান নানা প্রকার অস্ত্র শাস্ত্র পুরিয়া চালান করিলেন। ভেরা দণ্ডা তাম্বু কানাৎ রাওটি পাল বাগ নিশান এ সকল চালান করিয়া চক্কা জ চক্কা ডঙ্কা চোল দম্ভ তাসা মুরছা ভেরী তুরী নফিরী রণশৃঙ্গ জয়শৃঙ্গ যুদ্ধশৃঙ্গ কর তালাদি বাদ্য চালান করিলেন। মন্ত্রিগণেরা রাজার আজ্ঞানুসারে স্বাধার করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য

অশ্বযুক্ত নানা রত্নে খচিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া চতুরঙ্গ সেনাতে বেষ্টিত হইয়া শালিবাহন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পরে যুদ্ধ স্থানে গিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সম্মুখ যুদ্ধেতে শালিবাহন রাজার অস্ত্র প্রহারে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গ লোকে গেলেন। অবন্তী দেশ অরাজক হইল রাজ লক্ষ্মী অনাথা হইলেন। রাজার মরণ শুনিয়া পাটরাণী মন্ত্রিবর্গেরদিগে আশ্বাস করিলেন কহিলেন তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না আমার গর্ব্ভ আছে ইহাতে অবশ্য পুত্র হইবে। রাজা হইয়া তোমারদের প্রতি পালন করিবেক। অনন্তর কিছু কাল পরে রাণী পুত্র প্রসব হইলে পুত্রকে মন্ত্রিরদিগকে সমর্পন করিলেন আপনি অগ্নি প্রবেশ করিয়া স্বর্গলোকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তম সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন রাজ্যতে অভিষিক্ত হইয়া পিতার তুল্য পুজা

পালন করেন কিন্তু ইন্দ্রদত্ত সিং-হাসনে বসেন না।—

পুথম পুত্তলিকার কথা।—

শুন হে রাজা ভোজ সেই অবধি পরম সিং-হাসনে কেহ বসেন নাই ইতো মধ্যে আকাশ বাণী হইল এ সিং-হাসনে বসিবার উপযুক্ত পৃথিবী মণ্ডলে কেহ নাই অতএব পবিত্র স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখ ইহা শুনিয়া মন্ত্রিগনেরা সিং-হাসন পুতিয়া রাখিলেন। পুত্তলিকা কহেন শুন মহারাজ সেই সিং-হাসন এই তুমি পাইয়াছ।—

পুনশ্চ পুত্তলিকা কহেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব শুন এক দিবস রাজা অবন্তী পুরীতে সভামধ্যে

দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল কথা কিছু কহিল না তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন যে লোক যাচ্ঞা করিতে উপস্থিত হয় তাহার মরণ কালে যেমন শরীর কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না ইহারও সেই মত দেখিতেছি অতএব বুঝিলাম ইনি যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন কহিতে পারেন না। এই পরামর্শ করিয়া রাজা হাজার হুন দেয়াইলেন রাজার নিকট হুন পাইয়া ও তথাহইতে গেল না কথাও কিছু কহন না। তখন রাজা কহিলেন হে যাচক কথা কেন কহ না। ভিক্ষুক কহিল লজ্জা প্রযুক্ত কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার দশ হাজার হুন দেওয়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে যাচক আশ্চর্য্য কথা কিছু যদি জান তবে কহ। ভিক্ষুক কহিলেন মহারাজ তোমার শত্রুর কীর্ত্ত

ঘরহইতে কদাচিত ও কোথায় বাহির যায় না তাহাকে পণ্ডিতেরা অসতী কহে। তোমার কীর্ত্তি মর্ত্ত্য পাতালে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে ইহা কে কবিরা সতী বলেন এই আশ্চর্য্য রাজা এই কথা শুনিয়া লজ্জ হুন দেখাইলেন। তৎপর পাঠক কহিলেন হে রাজা নিবেদন করি যে রাজা গুনবান লোক নিকটে রাখে তাহার মন্দ কখন হয় না এবং অনেক বিপত্তিহইতে উত্তীর্ণ হয়। ইহার বৃত্তান্ত শুন। বিশালা নামে এক পুরী ছিল তাহার রাজার নাম নন্দ যুবরাজের নাম বিজয়পাল মন্ত্রির নাম বহুশ্রুত গুরুর নাম শার দানন্দ রানীর নাম ভানুমতী। রাজা রানী ভানু মতীর রূপ গুনে অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়া রাজ্যের ভদ্রাভদ্র চিন্তা করেন না যদি কদাচিত রাজা কার্য্য করেন তবে ভানুমতীর সহিত সভা মধ্যে সিংহাসনে বসিয়া রাজ কর্ম্ম করেন। এক দিবস ভানুমতী কহিলেন মহারাজ আমি এক নিবেদন করি। রাজ সভাতে রানীর আগমন

ওচিত নহে রাজা কহিলেন মন্ত্রী ভাল কহিলা কিন্তু রাণী ব তিরেক আমি একক্ষণ থাকিতে পারি না। মন্ত্রী কহিলেন পটে ভানুমতীর রূপ চিত্র করিয়া আপন নিকটে রাখ। রাজা চিত্র করকে ভানুমতীর রূপ দেখাইয়া পটে চিত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। চিত্রকর সেই রূপ চিত্র করিয়া রাজার সাক্ষাতে দিল। রাজা শারদানন্দ শুকুকে চিত্র দেখাইলেন কহিলেন চিত্র কেমন হইয়াছে। শারদানন্দ কহিলেন রাণীর রূপ এই বটে কিন্তু ভানুমতীর বাম ওরুতে একটি তিল আছে ইহাতে তিল নাই এই মাত্র বিশেষ। ইহা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন শারদানন্দ ভানুমতীর ওরুদেশের তিল কি রূপে জানিলেন কিছু কারন থাকিবে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন শারদানন্দকে নষ্ট কর। মন্ত্রী শারদানন্দকে আপন গৃহে লইয়া চিন্তা করিলেন রাজা শারদানন্দের দোষ নিশ্চিত না করিয়া বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন নির্ণয় না

করিয়া ওত্তম পুরুষের বধ করা ওপযুক্ত নহে নষ্ট
করিলে রাজার পাপ হবে। এই সকল মনের
মধ্যে বিচার করিয়া আপন ঘরে মৃত্তিকার ভিতর
ঘর করিয়া শারদানন্দকে রাখিলেন। কিঞ্চিৎ
দিন পরে রাজপুত্র বিজয়পাল শিকার করিতে
বনে গেলেন বনে প্রবেশ করিয়া এক শূকর
দেখিলেন শূকর মারিবার কারণ পাছে২ গিয়া
গহন বন মধ্যে ওপস্থিত হইলেন সৈন্য সামন্ত
সকল কোথায় গেল রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর হইয়া
জল খুজিলেন অনন্তর এক পুষ্করনী পাইয়া
তাহাতে জল খাইয়া বসিয়া থাকিলেন। এই
কালে এক ব্যাঘ্র সে খানে আইল ব্যাঘ্রকে
দেখিয়া বিজয়পাল গাছের ওপরে চড়িলেন সেই
গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজ
পুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি
ওপরে আইস বানরের কথা শুনিয়া রাজ
পুত্র ওপরেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে

রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নীচতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেই রূপ নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র বানরকে কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও না রাজ পুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার প্রসাদেতে আমার আহার হওক। বানর কহিল শুনরে ব্যাঘ্র রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহাকে আমি নষ্ট করিব না। বানরের কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র চুপ করিয়া থাকিল কিঞ্চিৎ কালের পর রাজপুত্র শয়ন ত্যাগ করিয়া বসিলেন। বানর রাজপুত্রের ওরুদেশে মস্তক দিয়া নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে কহিল হে রাজকুমার বানর জাতিকে বিশ্বাস কি তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ যে আমার আহার হওক। তোমার ভয় আমাহইতে কিছু নাহি। ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া বানরকে ফেলিয়া দিলেন। বানর পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে ডাল

বরিয়া রহিল নামতে পড়িল না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বানর কহিল রাজপুত্র ভয় করিও না। তারপর প্রাতঃকাল হইল বাঘ্র সে স্থান হইতে গেল। রাজপুত্র বিসেমিরাং কহিয়া বাতুল হইয়া বনে ভ্রমন করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের ঘোটক নগর মধ্যে আপন স্থানে গেল রাজা যুবরাজের অশ্ব দেখিলেন যুবরাজকে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত আপন পুত্রের অন্বেষন করিতে বনে গেলেন বনে গিয়া দেখিলেন যে যুবরাজ বনের মধ্যে বিসেমিরাং বলিয়া ভ্রমন করিতেছেন। রাজা যুবরাজকে ঘরে আনিলেন অনেক মন্ত্র মহৌষধি করিলেন কোন প্রকারে ভাল হইল না। রাজা কহিলেন যদি শারদানন্দ গুরু থাকিতেন তবে আমার পুত্রের কি চিন্তা শারদানন্দকে আপনি নষ্ট করিয়াছি এই কালে মন্ত্রী কহিল মহারাজ নিবেদন করি যে গিয়াছে তা'র শোক করিলে কি হইবে

সম্প্রতি সহরে চেঁড়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দেয়াও যুবরাজকে যে ভাল করিবে তাহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দিব। ইহা শুনিয়া রাজা নগরে ঘোষণা দেওয়াইলেন। মন্ত্রী আপন গৃহে গিয়া শারদানন্দকে এই সকল কহিলেন শারদানন্দ মন্ত্রিকে কহিলেন তুমি রাজাকে কহ আমার সাত বৎসরের এক কন্যা আছে সে আপনকার পুত্র কে দেখিলে তাহাকে ভাল করিবে। মন্ত্রী এই সকল কথা রাজার নিকটে কহিলেন। রাজা শুনিবামাত্র পুত্রকে লইয়া মন্ত্রির গৃহে আইলেন যেখানে শারদানন্দ থাকেন তাহার নিকট যবনিকা দেয়াইলেন যবনিকার বাহিরে রাজ পুত্রের সহিত বসিলেন। শারদানন্দ যবনিকার ভিতরে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন বিশ্বাস করিয়া যে যাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে তাহাকে যে বঞ্চনা করে তাহার কি পুরুষার্থ। এই অর্থের এক কবিতা পড়িলেন তাহা শুনিয়া রাজপুত্র বি অক্ষর ত্যাগ করিয়া সেমিরা২

করিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন সেতুবন্ধ গিয়া কিম্বা গঙ্গা সাগরে গিয়া ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নষ্ট হয় মিত্রহত্যার পাপ কোনহ প্রকারে নষ্ট হয় না। ইহা শুনিয়া রাজকুমার সে অক্ষর ত্যাগ করিয়া মিরাং বলিতে লাগিল। শারদানন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন মিত্রহিংসক কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী এই সকল লোকেরা নরক ভোগ করে যাবত্ কাল চন্দ্র সূর্য্য থাকেন। এই কথা শুনিয়া যুব রাজ মি ছাড়িয়া রাং বলিতে লাগিল পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন রাজা তুমি যুবরাজের যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর তবে নানা বিধ দ্রব্য ব্রাহ্মণেরদিগকে দেও গৃহস্থ লোকের দানেতে পাপ যাএ। এই সকল শুনিয়া রাজপুত্র সুস্থ হইলেন। তারপর রাজপুত্র ব্যাঘ্র বানরের বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। রাজা সবিস্ময় হইয়া কন্যাকে কহিলেন হে কন্যা তুমি ঘরহইতে কখন যাও না বনের মধ্যে বানর ব্যাঘ্র

মানুষ ইহ'রদের বৃত্তান্ত ঘরে থাকিয়া কি রূপে জানিলা। ইহা শুনিয়া শারদানন্দ কহিলেন গুরু দেবতার অনুগ্রহেতে আমার জিহ্বার অগ্রে সরস্বতী আছেন এই প্রযুক্ত আমি সকল জানি যে মত ভানুমতীর ওরু দেশের তিল জানিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন যে ইনি গুরু শারদানন্দ। তৎপর রাজা যব নিকা ওঠাইয়া পুত্রের সহিত গুরুকে প্রনাম করিলেন রাজা আনন্দিত হইয়া মন্ত্রীকে অনেক প্রশংসা করিলেন মন্ত্রী তুমি বিনা তোমাহইতে গুরুর এবং পুত্রের প্রান রক্ষা হইল। এই সমস্ত কথা যাচক বিক্রমাদিত্যকে কহিয়া কহিলেন হে রাজা অতএব কহি যে সজ্জন নিকটে থাকিলে অনেক ভাল হয়। এই কথা রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মনের স্থানে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মনকে কোটি হুন দিলেন যাচক হুন পাইয়া আপন ঘরে গেলেন। কোষাধীশকে কহিলেন তুমি দরিদ্র আইলে হাজার হুন দিবা যে

যাহ্বা করিবে তারে দশ হাজার হূন দিবা যে শাস্ত্রের আলাপ করিবে তারে লক্ষ দিবা তামি আজ্ঞা করিলে কোটি দিবা। পুথম পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদি তোর মহত্ত্ব ও দান ও প্রতাপ তোমাকে কহিলাম যদি তোমার এ সকল থাকে তবে এ সিং-হাসনে বসিবার উপযুক্ত হও।—

ইতি পুথম কথা।—

দ্বিতীয় পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজা অন্য এক দিবস নিরূপন করিয়া অভিষেককারন সপরিবারে সিং-হাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিং-হাসনের দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য যার মহত্ত্ব থাকে সে এই সিং-হাসনে বসিতে পারে। রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি রূপ। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা শুন। অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন এক দিবস আশ্চর্য্য দেখিবার জন্যে রাজা ভৃত্যবর্গের দিগকে নানা দেশ প্রেরন করিলেন ভৃত্যবর্গেরা নানা দেশ ভ্রমন করিয়া রাজ'র নিকটে আসিয়া কহিল হে মহারাজ নিবেদন করি চিত্রকূট পর্ব্বতে দেবতার এক মন্দির তা'র নিকট এক পুষ্পোদ্যান আছে এবং মন্দিরের সম্মুখে এক নদী আছে সেই

নদীতে নিষ্কলঙ্ক পুণ্যবান লোক যদি স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল দুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয় যদি কেহ পাপী সকলঙ্ক লোক স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল কজ্জলের সমান দৃষ্ট হয়। সেই স্থানে এক যোগী জপ ধ্যান হোম নিরন্তর করিতেছেন কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হন নাই এই সকল কথা রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া সেই নদীতে স্নান করিয়া আপনাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া জানিলেন তৎপর দেবতাকে নমস্কার করিয়া যোগির নিকটে গমন করিলেন। রাজা সন্ন্যাসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগী তুমি তপস্যা কতকাল করিতেছ। তপস্বী কহিলেন শুন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ন পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র এই বারমাসে এক বৎসর হয় এমন এক শত বৎসর তপস্যা করিতেছি তথাপি দেবতা প্রসন্ন হন নাই। এই কথা শুনিয়া

রাজা চিন্তা করিলেন শরীর ধারণ করিলে মরণ অবশ্য হয় কিন্তু যদি পরের উপকারের নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ হয় তবে সে মৃত্যু উত্তম বটে। রাজা এই বিচার করিয়া অন্তঃকরণে দেবতাকে ভাবনা করিয়া যত্ন লইয়া আপনার মস্তক ছেদন করেন। এই কালে দেবী সাক্ষাত হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন তুমি মস্তক ছেদন করিও না তোমারে সন্তুষ্ট হইলাম বর যাচ্ঞা কর। রাজা কহিলেন হে ভগবতী এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিতেছেন ইহারে প্রসন্ন না হইয়া অতি শীঘ্র আমারে প্রসন্না হইলা ইহার কারণ কি। দেবী কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য শুন মন্ত্র তীর্থ দেবতা চিকিৎসক গুরু এই সকলেতে যার যে রূপ ভাবনা তার সেই রূপ সিদ্ধি হয় এই সন্ন্যাসির আমাতে দৃঢ় ভাবনা নাহি। ইহা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন কাষ্ঠ কি স্বা পুস্তর হইতে দেবতা ভাবেতে থাকেন অতএব ভাব সিদ্ধির কারণে। অনন্তর রাজা পরের উপকারের জন্যে দেবীকে কহিলেন।

হে দেবী যদি আমারে তুষ্ট হইলা তবে এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিয়া যথেষ্ট ব্যামোহ পাইতেছেন অতএব যোগীকে এই বর দেহ দেবী সেই বর সন্ন্যাসীকে দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য দেব দত্ত বর তপস্বিকে দিয়া নিজ স্থানে আইলেন দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন রাজা ভোজ মহা রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব দাতৃত্ব শূরত্ব মহা পুরুষত্ব তোমাকে কহিলাম যদ্যপি এই সকল তোমাতে থাকে তবে এই সিং-হাসনে বসিবার ওপ যুক্ত হও।

ইতি দ্বিতীয় কথা।

তৃতীয় পুত্তলিকার কথা।

শ্রীভোজরাজা অভিষেকের জন্যে অপর এক সময় নিরূপন করিয়া সিং-হাসনের সমীপে যাইবা মাত্র তৃতীয় পুত্তলিকা কহিতেছেন। হে ভোজ রাজ আমার কথা শুন এই সিং-হাসনে সেই বসিতে পারে যাহার মহত্ত্ব রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান হয়। রাজা ভোজ বলিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি প্রকার। তৃতীয়া পুত্তলিকা কহিল শুনহ রাজা ভোজ। ঔদার্য্য সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি পরাক্রম এই ছয় যাহার থাকে তাহাকে দেবতাও শঙ্কা করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের এই ছয় গুণ এবম্ভূত রাজা এক দিবস বিচার করিলেন বিনা তার মেঘ ইহারা যখন হয় তখন কোথা হইতে আইসে এবং যখন যায় তখন কোথায় যায় ইহা বুঝিতে পারা যায় না সম্প্রতি আমার অনেক সম্পত্তি আছে পরে কি রূপ হবে ইহার

নিশ্চয় নাই। রাজা এই সকল ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মন দরিদ্র স্ত্রী বালক অনাথা অক্ষম প্রভৃতির দিগে প্রত্যহ যথোচিত দান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রজারদের স্থানে কর অত্যল্প গ্রহন করিতে লাগিলেন নানাবিধ যজ্ঞ জপ হোম বলি পূজা বিষয়ে সদ্বৃত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মনকে নিযুক্ত করিয়া সকল দেবতার সন্তোষ কারন অপর এক ব্রাহ্মনকে জলদেবতার উপাসনার নিমিত্তে সমুদ্রের নিকট পাঠাইলেন ব্রাহ্মন গিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সমুদ্রকে স্তব করিলেন। স্তব করিলে পর সমুদ্র সাক্ষাত হইয়া কহিলেন হে ব্রাহ্মন আমি বিক্রমাদিত্যের ভাবেতে প্রসন্ন হইলাম তিনি দূরে থাকিলেও আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি এই চারি রত্ন রাজা বিক্রমাদিত্যকে দিবা এই রত্নের গুন কহিবা এক রত্নের প্রভাব খাদ্য সামগ্রী যখন যাহা মনে করিবেন তৎক্ষনে তাহাই উপস্থিত হইবে দ্বিতীয় রত্ন হইতে যথেষ্ট ধন হয় তৃতীয় রত্নের স্থানে রথ হস্তী ঘোটক পদাতি সৈন্য

সামন্ত এ সমস্ত মিলে চতুর্থ রত্নের গুনে যাবত অলঙ্কার হয়। ব্রাহ্মন চারি রত্ন লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া চারি রত্ন রাজাকে দিলেন এবং মনির প্রভাবও কহিলেন। রাজা দক্ষিনার কারন ঐ চারি মনির মধ্য এক মনি ব্রাহ্মনকে নিতে বলিলেন। ব্রাহ্মন কহিলেন আমার স্ত্রী পুত্র বধূ আছেন তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যে মনি লইতে বলিবেন সেই মনি লব। ব্রাহ্মন রাজাকে এই কথা কহিয়া আপন গৃহে গিয়া স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারদিগকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্র কহিলেন যাহাতে হস্তী ঘোটক হয় সেই রত্ন আন স্ত্রী কহিলেন যে মনিতে যাদা সামগ্রী হয় তাহাই লও পুত্রবধূ কহিলেন যে রত্নেতে অলঙ্কার হয় সেই ভাল ব্রাহ্মন বলিলেন যাহাতে ধন পুসবে সে মনি উত্তম। এই রূপে চারি জনাতে পরস্পর কলহ করিয়া রাজার সাক্ষাতে ব্রাহ্মন গিয়া এ সকল বৃত্তান্ত কহিলে রাজা শুনিয়া চারি জনার সন্তো

ষের জন্যে ঐ চারি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া গৃহে আইলেন। তৃতীয় পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ শুন রাজাধি রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব তোমারে কহিলাম এই রূপ মহত্ত্ব যদি তোমার থাকে তবে এই সিং-হা সনে বসিতে পার।

তৃতীয় কথা সমাপ্তা।

চতুর্থা পুত্তলিকার কথা।

পুনশ্চ অভিষেক কারণ অন্য লগ্ন নিরূপন করিয়া ভদ্রাসনের নিকট ভোজ রাজা গেলেন। এই সময়ে সিং-হাসনের চতুর্থা পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ আমার কথা শুন। এই সিং-হাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের তার তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে সে এই সিং-হাসনে বসিবার উপযুক্ত। রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি পুকার। পুত্তলিকা কহিলেন শুনহ রাজা ভোজ অবন্তী পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য সম্রাজ্য করেন সেই নগরে শিক্ষাকল্পব্যাকরন নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ শাস্ত্র এই ছয় অঙ্গের সহিত ঋক যজু সাম অথর্ব্বচারি বেদ পুর্ব্বমীমাংসা উত্তরমীমাংসা কর্ম্মমীমাংসা শাস্ত্র ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল কর্ণন্যায় বিস্তর স্মৃতি শাস্ত্র পুরান শাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ

বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র শিল্প শাস্ত্রাদিরূপ অর্থ শাস্ত্র এই চারি বিদ্যা দৃষ্টার্থ পুরাণ পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যা অদৃষ্টার্থ পুরাণ এই সমুদায় অষ্টাদশ বিদ্যা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যাতে বিদ্বান্ পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি অপুত্রক। এক দিবস ঐ পণ্ডিতের স্ত্রী পণ্ডিতকে কহিলেন হে স্বামী আমার গর্ব্ভে যাহাতে পুত্র হয় এমত দেবতার আরাধনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন ব্রাহ্মণী ভাল কহিলা গুরু শুশ্রূষা ব্যতিরেকে বিদ্যা হয় না পুণ্য ব্যতিরেকে পুত্র হয় না। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া পত্নীর অনুরোধে কুলদেবতার আরাধনা করিলেন সেই পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হইল তাহার নাম দেবদত্ত হইল। অনন্তর দেবদত্তের পিতা দেবদত্তকে তাবৎ শাস্ত্রে অধ্যয়ন করাইলেন দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া সংসারের ভারে

নিযুক্ত করিয়া আপনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গেলেন দেবদত্ত গৃহকর্ম্ম করিয়া গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ আনিতে বনে গেলেন রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের ওপরে আরোহন করিয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়াছিলেন বনের মধ্যে মৃগ অন্বেষন করিতে২ সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে গেল রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমন করিতে২ ঐ দেবদত্ত নামা ব্রাহ্মনের সহিত সাক্ষাত্ হইল। রাজা ব্রাহ্মনকে দেখিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মন আমি তৃষার্ত্ত হইয়াছি আমাকে জল পান করাও। ব্রাহ্মন এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুপক্ব ওত্তম ফল সুশীতল জল লইয়া রাজার নিকট দিলেন রাজা সে ফল খাইয়া এবং জল পান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মন পথ দেখাইয়া দিলেন রাজা আপন স্থানে গেলেন। অন্য এক দিবস রাজা মন্ত্রিগনেরদের সহিত কথা প্রসঙ্গে

দেবদত্ত ব্রাহ্মণ যে ওপকার করিয়াছিলেন সেই ওপকার সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিয়া ব্রাহ্মণের অনেক প্রশংসা করিলেন। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনের মধ্যে বিচার করিলেন ওত্তম লোকের ওপকার করিলে সে ওপকারে ওত্তম লোক যাব জ্জীবন বদ্ধ হইয়া থাকে ওপকার বিস্মৃত কখন হয় না দেখি রাজার ওপকারজ্ঞতা কি পর্য্যন্ত। এই পরামর্শ করিয়া কোন ওপায়েতে রাজার পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাটীর মধ্যে লইয়া রাখিলেন। তদনন্তর রাজা আপন পুত্রকে না দেখিয়া পুত্র অন্বেষন করন নানা স্থানে দুতগন প্রেষন করিলেন দুতগন কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ত্ব পাইল না রাজা সপরিবারে পুত্রের নিমিত্ত অত্যান্ত ব্যাকুল হইলেন। ইতোমধ্যে এক দিবস দেবদত্ত ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের এক অলঙ্কার বিক্রয়ের নিমিত্তে আপন ভৃত্যের হস্তে দিয়া বাজারে পাঠাইলেন ভৃত্য বনিকের দোকানে অলঙ্কার দেখাইতেছে। ইত্যবসরে রাজার লোকেরা দেখিয়া

সেই অলঙ্কারের সহিত ব্রাহ্মণের ভৃত্যকে বান্ধিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার আমার পুত্রের তুই কোথায় পাইলি আমার পুত্র বা কোথায়। সে লোক কহিল মহারাজ এ অলঙ্কার দেবদত্ত নামা ব্রাহ্মণ আমাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছেন আমি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম আমি আর কিছু জানি না। রাজা এই কথা শুনিয়া দূত পাঠাইয়া দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে আনাইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার তুমি এই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন বটে আমি দিয়াছি। রাজা কহিলেন তুমি এ অলঙ্কার কোথায় পাইলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন তোমার পুত্রের স্থানে পাইয়াছি। রাজা বলিলেন আমার পুত্র কোথায়। ব্রাহ্মণ কহিলেন তোমার পুত্র মরিয়াছেন। রাজা বলিলেন কি রূপে মরিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি মারিয়াছি। তদনন্তর রাজা

কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক নিরপরাধে রাজবালককে কেন নষ্ট করিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার ধন লোভে এ পাপ বুদ্ধি হইল এই পুযুক্ত নষ্ট করিয়াছি। অনন্তর রাজা মন্ত্রিগণেরদিগে অবলোকন করিলেন। মন্ত্রিগণেরা কহিলেন মহারাজ যে লোক রাজকীয় লোকের দিগকে নষ্ট করে সে লোককে রাজা তৎক্ষণে নষ্ট করিবে ইনি রাজপুত্রকে নষ্ট করিয়াছেন ইহাঁকে নষ্ট করা উপযুক্ত হয় কিন্তু ইনি ব্রাহ্মণ অতএব ইহার বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাকে আপন দেশহইতে দূর করিয়া দেও। রাজা ব্রাহ্মণের পুর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রিলোকেরদের বাক্য আদর না করিয়া ব্রাহ্মণ কে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার বৈশিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপন ঘরে আসিয়া রাজপুত্রকে স্নান ভোজন করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজ সভাতে রাজপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজা

পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কি আশয়ে এ ব্যবহার করিলা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার পূর্ব্বকৃত উপকারেতে তুমি কি রূপ বদ্ধ আছ ইহা বুঝিবার কারণ আমি এই রূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম। তদনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দিয়া পরিতোষ করিলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে গেলেন। এই কথা চতুর্থ পুত্তলিকা ভোজ রাজাকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের যে রূপ উপকারজ্ঞতা তুমি আমার পুমুখাৎ শুনিলে এই রূপ উপকারজ্ঞতা যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ভোজরাজ এই রূপ উপকার জ্ঞতা আপনাতে নাই ইহা বুঝিয়া সে দিবস ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি চতুর্থী কথা সমাপ্তা।—

পঞ্চমী পুত্তলিকার কথা।

শ্রী ভোজরাজা পুনর্ব্বার অন্য সময় নিরূপন করিয়া অভিষেক কারন মন্ত্রিগণের সহিত সিং-হাসনের সমীপে গিয়া ওপস্থিত হইলেন। ইতোমধ্যে পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সিং-হাসনে সেই বসিতে পারে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যার ঔদার্য্য থাকে। রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ। পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন। অবন্তী নগরে মন্ত্রিগনের মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য ভদ্রা সনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন ইতোমধ্যে ক্রীড়াবনের রক্ষক রাজদ্বারে আসিয়া দ্বারিকে কহিলেন আমি রাজার সাক্ষাতে যাইব তুমি মহারাজার নিকটে সমাচার দেহ। ইহা শুনিয়া

দ্বারী রাজার সমীপে গিয়া নিবেদন করিয়া বন রক্ষককে রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। ওদ্যান পালক কপালে দুই হস্ত দিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল মহারাজ নিবেদন করি। আপনার ক্রীড়োদ্যানে আম্র নারিকেল গুবাক জম্বীর নাগরঙ্গ চম্পক অশোক কিংশুক মল্লিকা তাল তমাল শাল পিয়াল কদলী কঙ্কোল লবঙ্গ এলাবতী কেতকী কুন্দ দমনক আদি সকল বৃক্ষ ও লতা নূতন পল্লব ও পুষ্প ফলেতে শোভিত হইয়াছে এই কাল বনক্রীড়ার সময়। রাজা ইহা শুনিয়া রাণীগনেরদিগের সহিত দাসী ও নর্ত্তকীতে পরিবৃত হইয়া আরামে গেলেন। ক্রীড়াবনে গিয়া শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুন হাস্য লাস্য ভাব হাব বিলাস বিভ্রম ইঙ্গিতাদিতে চতুর সুরতিতে পণ্ডিত পদ্মিনী চিত্রিনী স্ত্রীগনেরদের সহিত রাজা কোন স্থানে পুষ্প চয়ন করিতেছেন কোথাও জল ক্রীড়া করিতেছেন কোন স্থানে গান করিতেছেন কোথাও দুলিতেছেন কোন স্থানে কদলী গৃহে

প্রবেশ করিতেছেন কোথাও নারীগণের যাহার যে অভিলাষ তাহা সিদ্ধ করিতেছেন। এই রূপে বসন্ত কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা প্রকার সাংসারিক সুখ ভোগ করিতেছেন। ইত্যবসরে সেই বনের এক প্রদেশে এক তপস্বী বহু কাল পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার কঠোর তপস্যা করণে ক্ষীণশরীর রাজার বন বিহার দর্শনে বিকার প্রাপ্ত চিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি উত্তম বস্ত্র বীরনে দিব্য অলঙ্কার পরিধানে দিব্য গন্ধদ্রব্য লেপনে অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন ভক্ষনে উত্তম পালঙ্গ শয়নে সুগন্ধি দ্রব্য ঘ্রানে জাতীফল লবঙ্গ এলাচি কর্পূরাদি মিশ্রিত তাম্বূল চর্ব্বনে গীত বাদ্য শ্রবনে নর্ত্তক নর্ত্তকীর নর্ত্তন দর্শনে উত্তম সুন্দরী স্ত্রী সহিত হাস্য কৌতুক করনে যুবতী স্ত্রী সম্ভোগে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাৎকার হয় তাহা না করিয়া তপস্যা করিলে স্বর্গ সুখ হবে এই ভাবি সন্দিগ্ধ অপ্রত্যক্ষ সুখের কারন এতাবৎ

কাল তপস্যা করিয়া কেবল আত্মবঞ্চনা করিলাম। যে সকল লোক আত্মপুরুষার্থে এই সকল সুখ ভোগ না করিয়া ভবিষ্যৎ সুখ ভোগের নিমিত্তে মুণ্ডিত হন সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেন কৌপীন পরিধান করেন তাহারা আপনার বিড়ম্বনা আপনারা করেন এই মাত্র লোকে প্রকাশ করেন ভবিষ্যত্ সুখ হওনের প্রমান কি। এই রূপ নাস্তিক মতাবলম্বনে যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগী সাংসারিক সুখ সিদ্ধির নিমিত্তে রাজার নিকটে আসিলেন। রাজা যোগিকে দেখিয়া বহুমান পুর্ব্বক প্রনাম করিয়া আগমন কারন জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগি কিমর্থে আপনকার আমার নিকট আগমন। যোগী কহিলেন হে মহারাজ আমি অনেক কালাবধি এই বনে তপস্যা করিতেছি অদ্য আমার আরাধিত দেবতা আমাকে সুপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে তুমি শ্রীরাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাও তিনি তোমার সকল অভিলাষ পুর্ণ করিবেন। এতদর্থে আমার আপনকার নিকটে আগমন। রাজা যোগির

এই কথা শ্রবন করিয়া বুঝিলেন যে এ যোগী অনিশ্চিত শাস্ত্রার্থ যোগভ্রষ্ট সাং-সারিক সুখার্থে আতুর হইয়াছেন। অতএব আর্ত্তের বাঞ্ছা পুরন কর্ত্তব্য হয়। মনের মধ্যে এই বিচার করিয়া বড় এক নগরের মধ্যে উত্তম বাটী নির্ম্মান করিয়া যোগিকে দিলেন। একশত নানা অলঙ্কারেতে ভূষিতা যুবতী স্ত্রী একশত গ্রাম অনেক বিন দাস দাসী গো মহিষ হস্তি ঘোটক প্রভৃতি যোগিকে দিয়া আপনি যোগপাদুকাতে আরোহন করিয়া আকাশ পথে বায়ুবেগে রাজ ধানীতে আইলেন। যোগী বাঞ্ছিতহইতে অধিক সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকিলেন। এই কথা পঞ্চমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজরাজ তোমাতে যদি এতাদৃশ দানশক্তি থাকে তবে এই সিং-হাসন বসিবার যোগ্য হও ভোজ রাজা সে দিবস ফিরিয়া গেলেন।

ইতি পঞ্চমী কথা সমাপ্তা।

ষষ্ঠী পুত্তলিকার কথা।

শ্রীভোজ রাজা পুনশ্চ অন্য সময় নির্ণয় করিয়া অভিষেকের জন্যে সিং-হাসনে আরোহন করেন এই সময় ষষ্ঠী পুত্তলিকা হাসিয়া কহিলেন শুন রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয় সে এই সিং-হাসনে বসিবার যোগ্য। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের উপকারকতা কি। পুত্তলিকা কহিলেন বিক্রম চরিত্রে মনোযোগ কর। অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্ব্ব দেশের আধিপত্য করেন রাজার অধিকারস্থ লোকেরা সর্ব্বদা স্বস্ববর্ণের আচার কদাচিৎ লঙ্ঘন করেন না নিরন্তর শাস্ত্র বিচার করেন অধর্ম্মে দৃষ্টি কদাচ করেন না পরোপকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন প্রানান্তে ও মিথ্যা বাক্য বলেন না আত্মশরীরকে অনিত্য করিয়া জানেন পরমাত্ম চিন্তা নিরন্তর করেন। এ পুরীতে ধনদত্ত নামা এক বনিক্ থাকেন

সেই ধনদত্তের এত ধন যে সে আপনার ধনের পরিমান আপনি জানে না যে২ সামগ্রী কোন নগরে নাহি সে ধনদত্তের গৃহে আছে। এক দিবস ধনদত্ত বিচার করিলেন পরলোকে ওপকার হয় এমত পুন্য করিলাম না আমার গতি কি হবে। এই বিবেচনা করিয়া নানা প্রকারে অনেক দান ধর্ম্ম করিয়া তীর্থ দর্শন কারন দেশান্তরে গেলেন। নানা তীর্থ ভ্রমন করিয়া সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে ওপস্থিত হই লেন সেই স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে মন্দিরের নিকট এক সরোবর থাকে সরোবরের চারিদিগে চারি ঘাট চন্দ্রকান্ত মনিতে খচিত আছে ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুই জনের দুই মস্তক ভিন্ন হইয়া পৃথক আছে মস্তকের সমীপে এক পুস্তরে কতক গুলি অক্ষর লেখা আছে যে ওত্তম পুরুষ কেহ যদপি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বলি দেয় তবে এই স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস হয়।

এই সকল দেখিয়া বীনদত্তের আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল তৎপর বীনদত্ত তীর্থ দর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস বীনদত্ত কথা প্রসঙ্গে রাজার সমীপে এ সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার কাছে নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়া পন্ন হইয়া কহিলেন বীনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত চল কৌতুক দেখিব। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য বীনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন গিয়া বীনদত্ত পূর্ব্ব যে সকল কহিয়াছিলেন সে সমস্ত রাজা আপনি সাক্ষাৎ দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎকিঞ্চিত উপ কারের নিমিত্তে ওত্তম লোকে প্রাণপণ করে আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রী পুরুষ দুই জনে জীবৎ শরীর হইবে অতএব এ ওত্তম কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য শরীর ধারণে অবশ্য মৃত্যু আছে পরোপকার করিয়া মরিলে পরলোকেও ওত্তম গতি হয়। ইহা জানিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সরোবরে স্নান করিয়া দেবীর সাক্ষাৎ আপন মস্তক ছেদন

করিতে উদ্যত। ইতোমধ্যে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন হে রাজা তুমি উত্তম পুরুষ তোমাকে সন্তুষ্টা হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে দেবি যদি প্রসন্না হইলা তবে এই দুই স্ত্রী পুরুষের প্রাণ দান করিয়া এই দেশের রাজত্ব দেও। দেবী ইহা শুনিয়া কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তুমি উত্তম পুরুষ পরোপকারের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত। ইহা কহিয়া দেবী ঐ স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস করিয়া এবং সে দেশের অধিকার দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ওঠে এই রূপ স্ত্রী পুরুষ দুই জন গাত্রোত্থান করিল দেবীর অনুগ্রহে স্ত্রী পুরুষ দুই জন সেই দেশে রাজা রাণী হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য আপন রাজধানীতে আইলেন। ষষ্ঠী পুত্তলিকা কহিল মহারাজ শুন মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই রূপ পরোপকারক যদ্যপি এতা

দৃশ পরোপকারকতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজা এই রূপ পরোপকারকতা আপনাতে নাহি ইহা জানিয়া সে দিবস নিরস্ত হইলেন।

ইতি ষষ্ঠী কথা সমাপ্তা।

সপ্তযী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অপর দিবস অভিষেক ক'রণ ভোজরাজা সিং-হাসনের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হবা মাত্রে সপ্তযী পুত্তলিকা কহিল শুন হে ভোজরাজ সে এই সিং-হাসন বসিতে পারে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান সর্ব্বপ্রানির উপকারক হয়। রাজা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের সর্ব্ব প্রানির উপকারকতা কি মত। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ বিক্রম চরিত্র শুন। অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন এক দিবস রাজা সেবকেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা কোন দেশের কেমন চরিত্র জানিয়া আইস। ভৃত্যেরা আজ্ঞা পাইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া

কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সেই দেশে বিলবান এক লোক অতি বৃহৎ এক সরোবর করিয়াছে তাহাতে জল থাকে না পরে এক দিবস আকাশ বানী হইল ওহে নর পুরুষ কেহ যদ্যপি আপন শরীর বলি দেয় তবে এই পুষ্করণীতে জল হয় নতুবা জল হবে না। এই দিব্য বাক্য শুনিয়া সে ধনী ব্যক্তি দশ ভার সুবর্ণের এক পুরুষ করিয়া তড়াগের সমীপে রাখিল সেই স্থানে প্রস্তরে লিখিয়া রাখিল যে বলির জন্য আপন শরীর দিবে এই স্বর্ণপুরুষ তারে দিব। অন্যং দেশহইতে যেং লোকেরা আইসে তাহারা নিজ শরীর বলি দিতে স্বীকার করে না। না পারিয়া ফিরিয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের ভৃত্যেরা এই সকল দেখিয়া অবন্তী নগরে আসিয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজা এ সকল কথা শুনিয়া কৌতুক পুরুক কাশ্মীর দেশে গেলেন সন্ধ্যাকালে সরোবর নিকটে পুষ্কর রূপে গিয়া ইষ্টদেবতার ভাবনা করিলেন। তৎ

পরে অর্দ্ধরাত্রেতে রাজা বিক্রমাদিত্য কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন হে দেবতা সকল আমি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি নরবলির রক্ত পান করিয়া যে দেবতার তৃপ্তি হয় সে দেবতা আমার রুধির পান করিয়া তুষ্ট হন। ইহা কহিয়া আপনার মস্তক ছেদন করিলেন। দেবতা তৎক্ষণে মস্তক শরীরে দিয়া রাজাকে বাঁচাইলেন ও কহিলেন হে রাজা তোমাকে প্রসন্ন হইলাম বর যাচ্ঞা কর। রাজা বলিলেন হে দেবি যদি আমাতে তুষ্টা হইলা তবে সকল প্রানির উপকারের জন্যে এই সরোবর জলে সম্পূর্ণ কর। দেবতা কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তোমার অতিশয় ধার্ম্মিকতা তোমাকে অনুগ্রহ করিলাম ইহা বলিয়া পুত্যক্ষ হইলেন রাজা নিজ দেশে আইলেন। কাশ্মীর দেশের লোকেরা প্রাতঃকালে জল পূর্ণ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইল। সপ্তমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য এই রূপ সর্ব্বপ্রানির উপকারক

এমত গুণ যদ্যপি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত বট। ইহা শুনিয়া সে দিবস ভোজরাজ এতাদৃশ সর্ব্ব প্রাণির হিতাচরণ আপনাতে নাহি বুঝিয়া বিমনস্ক হইলেন।—

ইতি সপ্তমী কথা সমাপ্তা।—

অষ্টমী পুত্তলিকার কথা।

তারপর এক দিবস শ্রীভোজরাজ সকল অভি
ষেক সামগ্রী লইয়া সিং-হাসনের নিকটে
উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অষ্টমী
পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন
শ্রীবিক্রমাদিত্যের ন্যায় যে পরাক্রান্তপুরুষ সেই এ
সিং-হাসনে বসিবার উপযুক্ত। ইহা শুনিয়া
রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পর
াক্রান্তপুরুষ ছিলেন। পুত্তলিকা বলিলেন হে রাজা
শুন অবন্তী পুরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন
ঐ পুরে ত্রিপুরাকার নামে রাজ পুরোহিত বাস
করেন তাঁহার পুত্র কমলাকর নাম তিনি
অত্যন্ত মূর্খ ত্রিপুরাকর আপন পুত্রকে মূর্খ
দেখিয়া সর্ব্বদা ভাবিত থাকেন এক দিবস আপন
পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অনুযোগ করিতে
লাগিলেন। হে পুত্র শুন সংসারে জীব মনুষ্য
জন্ম অনেক পুণ্যের ফলে পায়। জীব মনুষ্য
শরীর পাইয়া যদি বিদ্যোপার্জ্জন করেন তবে

মনুষ্যজন্ম সার্থক নতুবা সে মনুষ্যরূপী পশু বিবেচনা করিয়া আপন মনে বুঝ শয়ন আসন ভোজন প্রভৃতি ব্যবহারে মনুষ্যের ও পশুর অবিশেষ তবে পশুহইতে মনুষ্যের এই তারতম্য যে পশুর বিদ্যা হয় না মনুষ্যের বিদ্যা হয় ইহাতে যে মনুষ্যের বিদ্যা না হইল সে পশু কেন নয়। আর দেখ রাজত্বহইতে পাণ্ডিত্য বড় কেননা রাজার স্বদেশে যাদৃশী মর্য্যাদা পরদেশে তাদৃশী নয় পণ্ডিতের স্বদেশে পরদেশে তুল্য মর্য্যাদা। আর দেখ যত ধন সংসারের মধ্যে আছে সকল ধনহইতে বিদ্যা ওপাদেয় ধন আর ধনের চোর অগ্নি রাজাদি ভীতি আছে বিদ্যা ধনের সে ভয় নাই এবং- আর ধন সকলে ব্যয় করিলে ক্ষীন হয় বিদ্যা ধনের ব্যয়েতে বৃদ্ধি হয় এবং- অন্য ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে না বিদ্যা ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন। আর দেখ যত ভূষন আছে সকলহইতে বিদ্যা বড় ভূষন কেননা অন্য অলঙ্কার বাল্য যৌবন অবস্থাতেই

শোভা পায় তরাবস্থাতে শোভা পায় না বিদ্যা সর্ব্বাবস্থাতে শোভা পান। হে পুত্র এ বিদ্যা তুমি উপার্জ্জন করিলা না অতএব তোমার জীবন মরন তুল্য ফল বিবেচনা করিয়া বুঝ পুত্র না হওন হইয়া মরা বাঁচিয়া থাকিয়া মূর্খ হওয়া এ তিনের মধ্যে বরঞ্চ না হওয়া ও হইয়া মরা ভাল। মূর্খ হইয়া জীবদ্দশাতে থাকা কদাচ ভাল নয় যে হেতুক পুত্র না হইলে আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া লোক নিরস্ত থাকে হইয়া মরিলে বড় মাসেক দুমাস লোক শোক করে। মূর্খ পুত্র পিতা মাতার সর্ব্বদা দুঃখের নিমিত্ত হয় অতএব বলি মূর্খ পুত্রের মরণই ভাল। কমলাকর পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতে বিদেশে প্রস্থান করিলেন অনেক দিবসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সে দেশে চন্দ্রমৌলি নামে সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন কমলাকর বিদ্যার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। চন্দ্র

মৌলি ব্রাহ্মণ কমলাকরের শুশ্রূষাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীর সিদ্ধ যন্ত্র দিলেন। কমলাকর সিদ্ধ যন্ত্র প্রভাবে অষ্টাদশ বিদ্যাতে পণ্ডিত হইলেন। তাহার পর কমলাকর কাঞ্চীপুরীতে গেলেন কাঞ্চীপুরীতে এক বাটীর মধ্যে নরমোহিনী নামে এক কন্যা থাকেন সে বাটীতে আর কেহ থাকে না সর্ব্বদা দ্বার মুক্ত থাকে সে বাটীর কর্ত্তা দুর্জ্জয় নামে এক রাক্ষস সে রাত্রিযোগে বাটী আইসে যে কেহ বিদেশীয় লোক সে বাটীর মধ্যে যায় ঐ কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে রাত্রিযোগে রাক্ষস আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে এই রূপে অনেক পথিক তথাতে মরিয়াছে। কমলাকর এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বদেশে আসিয়া এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন আর কহিলেন হে মহারাজ এ পদ্মিনী স্ত্রীকে আমাকে দেও। রাজা তাহা স্বীকার করিয়া

কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরে নরমোহিনী কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন সে কন্যা দেখাতে রাজার কিছু মাত্র মোহ হইল না। রাজা অত্যন্ত বৈর্য্যশালী জিতেন্দ্রিয়। তারপর রাক্ষস নিশাতে রাজাকে খাইতে উদ্যত হবামাত্রে রাজা যত্ন চর্ম্ম হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে উদ্যক্ত হইলেন তদনন্তর রাজা ঐ রাক্ষসের সহিত নানা প্রকার যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন রাক্ষস নষ্ট হওয়াতে নরমোহিনী কন্যা সন্তুষ্টা হইয়া রাজার অনেক প্রশংসা করিয়া কহিলেন হে রাজা তুমি আমাকে রাক্ষসহইতে ত্রান করিয়া প্রানদান দিলা অতএব আমি তোমার শরনাপন্না হইলাম। রাজা কন্যার এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে কন্যা তুমি যদি নিতান্ত আমার শরনাপন্না হইলা তবে আমি যাহা বলি তাহা প্রতিপালন কর। এই যে কমলাকর ইনি বড় পণ্ডিত আমার অতিশয় প্রিয় ইহাঁকে তুমি পতিভাবে ভজ। রাজার এই

কথাতে কন্যা সম্মতি করিলেন। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য কমলাকরকে পদ্মিনী কন্যাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন কমলাকর পদ্মিনী কন্যাকে লইয়া আপন বাটীতে আইলেন অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য যে রূপ পরবাঙ্মুখপুরুষ তাহা শুনিলা যদ্যপি এতাদৃশ পরবাঙ্মুখপুরুষতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ এ কথা শুনিয়া সে দিবস অবোমুখ হইয়া গেলেন।

ইতি অষ্টমী কথা সমাপ্তা।

নবমী পুত্তলিকার কথা।

ভোজরাজ পুনর্ব্বার এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক করণ সিং-হাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন ইত্যবসরে নবমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য সহত্ত্ব যাহার থাকে সে এই ভদ্রাসনে বসিতে পারে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কিরূপ সহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজ রাজ শুন অবন্তী পুরীতে শ্রী বিক্রমাদিত্য রাজা রাজ্য করেন ঐ নগরীতে এক যোগী আসিয়া উদ্যানের মধ্যে থাকিলেন সে যোগী সর্ব্বজ্ঞ এবং বাক্‌সিদ্ধ নিরাকাঙ্ক্ষ পরম বৈরাগ্য যুক্ত যাহাকে যাহা বলে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। যোগির এই সকল বৃত্তান্ত রাজা লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া যোগিকে আনিবার কারণ সভাসৎ পণ্ডি

তেরদিগকে পাঠাইতেন। যোগী পণ্ডিতের পুমু
খাৎ রাজার আহ্বান শুনিয়া আইলেন না কহি
লেন আমার রাজার নিকট যাওয়ার প্রয়োজন কি
যে পুরুষ নিষ্কাম সে তৃনের ন্যায় অপুর্ব্ব সুন্দরী
স্ত্রীকে দেখে যে নিষ্পাপ সে তৃনতুল্য যমকে জানে
যে নির্ল্লোভ সে রাজৈশ্বর্য্যকে তৃন প্রায় জানে যে
নিষ্প্রয়োজন সে রাজাকে তৃন সমান মানে। যোগির
এই সকল কথা পণ্ডিতেরা শুনিয়া রাজার সাক্ষাৎ
আসিয়া কহিলেন। রাজা শুনিয়া বুঝিলেন যোগী
ভাল বটে। লোক রাজার নিকটে আসিতে প্রার্থ
না করে আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম তথাপি আই
লেন না অতএব বুঝি নাম এ যোগী নিতান্ত নিষ্পৃহ
বটেন। রাজা এই বিচার করিয়া আপনি যোগির
নিকটে আইলেন যোগী রাজার রাজচিহ্ন ও
মহাপুরুষলক্ষন দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া
রাজাকে দিব্য এক ফল দিলেন এবং সে ফলের
গুণ কহিলেন যে এ ফল খায় সে অজর অমর
নীরোগ হইয়া থাকে। রাজা সে ফল পাইয়া

আপন বাটীতে আসিতেছেন ইতোমধ্যে পথে এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রোগার্ত্ত দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন। নবমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন তোমাতে যদি এ সকল গুণ থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ আপনার এত গুণ নাই বুঝিয়া সে দিবস পরাঙ্মুখ হইয়া আইলেন।

ইতি নবমী কথা সমাপ্তা।

দশমী পুত্তলিকার কথা।

তৎপর অন্য এক মুহূর্ত্তে অভিষেক করিয়া শ্রীভোজরাজ সিংহাসন সমীপে আসিলেন। দশমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে দেখিয়া উপহাস করিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদৃশ যে রাজা সে এ সিংহাসনে বসিতে পারে। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। দশমী পুত্তলিকা শুনিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যে রূপ গুণবান্ ছিলেন তাহা কহি। এক দিন শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূমণ্ডল অবলোকন করিণ যোগপাদুকারোহণ করিয়া চলিলেন নানা দেশ ভ্রমণ করিতে২ এক স্থানে পর্ব্বতে অতি বড় গহ্বরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মনোহর বৃক্ষ দেখিয়া সে বৃক্ষের তলে

গিয়া বসিলেন তারপর সে বৃক্ষের ওপরে চির
জীবী নামে এক পক্ষী থাকেন সেই পক্ষির পরি
বারগন নানা দেশে আহার পুচারন করিয়া সন্ধ্যা
সময়ে ঐ বৃক্ষের ওপরে আসিয়া পক্ষিরা পরস্পর
কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে
এক পক্ষী কহিলেন আজি আমার অতি বড়
দুঃখ হইয়াছে। পক্ষী সকল ঐ পক্ষিকে
জিজ্ঞাসা করিতেছেন তোমার কি দুঃখ। পক্ষী
কহিলেন তোমরা আমার অন্তঃকরনের দুঃখের
বৃত্তান্ত মনযোগ করিয়া শুন সমুদ্রের মধ্যে এক
দ্বীপ আছে সেই দ্বীপের রাজা এক রাক্ষস পুজা
মনুষ্য লোকেরা এক দিবস ঐ রাক্ষস সকল
মনুষ্য খাইতে ওদ্যত হইল। এই ভয় পুযুক্ত
সকল পুজারা পরামর্শ করিয়া কহিলেন হে
রাক্ষস তুমি আমারদের রাজা আমরা তোমার
পুজা পুজাপালন রাজধর্ম্ম তুমি রাজা হইয়া
পুজারদিগকে ভক্ষন করিতে ওদ্যত হও এমত
ওপযুক্ত নহে। আমরা তোমার আহার কারন

প্রতিদিন এক এক মনুষ্য পর্য্যায়ানুসারে দিব।
রাক্ষস সেই দিন অবধি প্রত্যহ এক২ মনুষ্য
আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে প্রজারদিগের অধিক
উপদ্রব করে না। আমি আজি সেই দেশে চরণে
গিয়াছিলাম সেই স্থানে আমার এক মিত্র আছে
তাহার এক পুত্র। আমার মিত্রকে অদ্য এক মনুষ্য
দিতে হইবে অতএব আমার মিত্রপুত্রকে রাক্ষসে
ভক্ষণ করিবে এই নিমিত্ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত
হইয়াছি। রাজা বিক্রমাদিত্য বৃক্ষের তলে থাকিয়া
পক্ষির কথা শুনিয়া যোগপাদুকাতে আরোহণ
করিয়া রাক্ষস রাজার দেশে গিয়া যে স্থানে
রাক্ষস ভক্ষণ করে সেই স্থানে পক্ষির মিত্রপুত্র
আপন শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিবার কারণ
মরণ ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া বসিয়াছেন।
রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ স্থানে গেলেন কহিলেন হে
বালক তুমি নিজ গৃহে যাও আমি তোমার হইয়া
নিজ শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিব। বালক
কহিলেন তুমি পুণ্যাত্মা কে আমাকে পরিচয় দেহ।

রাজা কহিলেন আমার পরিচয়ে তোমার কি প্রয়ো
জন। বালক বিক্রমাদিত্যের এই কথা শুনিয়া
আনন্দিত হইয়া আপন গৃহে গেলেন। রাজা
বিক্রমাদিত্য রাক্ষসের আহার স্থানে হাস্যবদনে
নির্ভয় হইয়া বসিয়া থাকিলেন। রাক্ষস আহারের
কালে সেই স্থানে আসিয়া ওত্তম পুরুষকে দেখিয়া
কহিলেন হে মনুষ্য তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত
হইল ইহাতে ভয় না করিয়া হাস্য করিতেছ
তুমি কে আমাকে পরিচয় দেহ। বিক্রমাদিত্য
কহিলেন আমি তোমার আহারের কারণ আসি
য়াছি পরিচয়ে কি প্রয়োজন আমাকে ভক্ষণ
কর। রাক্ষস তুষ্ট হইয়া কহিল হে ওত্তম পুরুষ
তুমি বড়ই পুণ্যাত্মা আমি তোমাকে তুষ্ট হই
লাম। আমার স্থানে তোমার যে অভিলাষিত
থাকে তাহা যাচ্ঞা কর। রাজা কহিলেন যদি
আমার প্রতি তুষ্ট হইলা তবে অদ্য অবধি

প্রজার হিংসা করিবা না। অনন্তর রাক্ষস তথাস্তু বলিয়া রাজার বাক্য স্বীকার করিলেন। রাজা যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানীতে আইলেন। সে অবধি রাক্ষসের প্রজা লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল। দশমী পুত্তলিকা এই কথা রাজাকে শুনাইয়া কহিলেন ঈদৃশ পরোপকারকতা তোমার যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন।

ইতি দশমী কথা সমাপ্তা।

একাদশী পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিং-হাসনে বসিবার কারণ সিং-হাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিং-হাসনে বসিতে সেই পারে যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব থাকে। ভোজরাজ কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন। হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎ পুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিল প্রতিবাসি লোকেরদের নিবারণ মানে না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক

দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্র শুন যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না সে ধন অনায়াসে তুমি অর্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্রহইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর এই লক্ষ্মীর গর্ব্ভে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এই পুযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প করেন। অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ত্ব ও দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়। অতএব কহি এ রূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভবিতব্য যত্ন ব্যতিরেকেও হয় নারিকেল ফলের জলের ন্যায় এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায়কি রূপে যায় তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না

গজভুক্ত কপিত্থ ফলের শস্যের ন্যায়। অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হইবে। এই রূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া দিনেং অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পরে পুরন্দর অত্যন্ত নির্দ্ধন হইল যখন যাহার নিকটে যায় কেহ আদর করে না। এই রূপ সর্ব্বত্র অমর্য্যাদা হওয়াতে পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া মনে বিচার করিলেন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বৃক্ষ মূল গৃহ পত্র ফল আহার বৃক্ষের বল্কল পরিধান তৃণ শয্যা এ সকল ধন হীন লোকের বরং ভাল তথাপি ধন গর্ব্বিত বন্ধুরদের নিকটে বাস কখন ভাল নয়। এই রূপ নানা প্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতেই মলয় পর্ব্বতের নিকটে পীতপুর নামে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেই পুরীতে রাত্রি তে এক স্ত্রীর করুনাস্বরে রোদন শুনিলেন। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকের

দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য রাত্রিতে তোমার দের নগরেতে কোন স্ত্রীলোক রোদন করিতে ছিল। গ্রামস্থ লোকেরা কহিল আমরাও এই রূপ প্রত্যহ রাত্রিকালে এক স্ত্রীলোকের রোদন শুনি কিন্তু সে কোন স্ত্রীলোক রোদন করে ইহা জানি না আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়া অনিষ্ট শঙ্কা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি। অনন্তর পুরন্দর কিছু দিনের পর স্বদেশে আসিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের বিশেষ জানিবার কারণ যোগ পাদুকারোহন করিয়া পুরন্দরকে সঙ্গে লইয়া পীতপুরে আইলেন। তৎপরে তথা আসিয়া অনুসন্ধান করিতে২ ঐ নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক নিবিড় বন ছিল সেই বনেতে ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের অনুসন্ধান পাইলেন। অনন্তর যে সময় ঐ স্ত্রীলোক রোদন করিল তৎকালে ঐ বনের মধ্যে খড়্গহস্ত হইয়া স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত

হইলেন। তথা গিয়া দেখিলেন যে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্করমূর্ত্তি রাক্ষস দয়া রহিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে করাঘাতে তাড়ন করিতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া রাক্ষসকে ভর্ত্সনা করিয়া কহিলেন রেরে দুষ্ট রাক্ষস অবলা স্ত্রী লোককে তাড়ন করিয়া কি তোর পুরুষার্থ হইতেছে যদি তোর সামর্থ্য থাকে আয় আমার সহিত যুদ্ধ কর। রাজার এই স্পর্দ্ধা বাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্ত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল রাজা কিঞ্চিৎ কাল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া যত্নে রাক্ষসের মস্ত কচ্ছেদন করিয়া নষ্ট করিলেন। অনন্তর ঐ স্ত্রী মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইলে যেমত সন্তুষ্ট হয় তদ্বৎ সন্তুষ্টা হইয়া রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে স্তব করিলেন হে মহারাজাধিরাজ সাত্ত্বিকস্বভাব গরুড় সর্পকে নষ্ট করিয়া সর্পযূথপতিত ভেকীর প্রাণদান

যেমত দেন তদ্বৎ আপনি রাক্ষসকে নষ্ট করিয়া আমার প্রাণ দান দিলেন। আমি ইহার প্রত্যুপ কার তোমার কি করিব আমি নিঃসন্তান যদি সন্তান থাকিত তবে ভৃত্য করিয়া দিতাম। এইরূপ বিনয় বাক্য বলিয়া রাজার পদতলে পড়িলেন। অনন্তর উঠিয়া রাজাকে কহিলেন আজি অবধি আপনি আমাকে আত্মদাসীর ন্যায় জানুন নব শত স্বর্ণ কলসপূরিত সুবর্ণ আমার আছে সে সকল বীন আপনি আপনার জানুন। রাজা এই রূপ স্ত্রীর বিনয় বাক্য শুনিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিয়া ও স্ত্রীর যত বীন সে সকল বীন এবং ঐ স্ত্রীকে ও পুরন্দরকে দিয়া ঐ স্থানে পুরন্দ রকে স্থাপিত করিয়া যোগপাদুকা আরোহন করি য়া স্বস্থানে আইলেন। এই কথা একাদশী পুত্ত লিকা ভোজরাজকে শুনাইয়া কহিলেন হে ভোজ রাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরুষার্থ শুনিলা যদি তোমাতে এতাদৃশ পুরুষার্থ থাকে আইস সিংহা

সনে বইস। ভোজরাজ এই বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন। ইতি একাদশী কথা সমাপ্তা।

দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা।

অপর দিবস শ্রীভোজরাজ সিং-হাসনে বসিবার কারণ সিং-হাসনের নিকটে উপস্থিত হবামাত্রে দ্বাদশী পুত্তলিকা রাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিং হাসনে বসিবার উপযুক্ত সেই যে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য ওদার হয়। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কীদৃক্। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্যাবলোকন কারণ যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিতে২ এক স্থানে দেখিলেন নদীতীরে দেবালয় সমীপে পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র বিচার করিতেছেন। বিক্রমাদিত্য শাস্ত্র বিচার শ্রবনের নিমিত্ত তাহারদের নিকটে গেলেন সে স্থানে গিয়া শুনিলেন পণ্ডিতেরা প্রৌঢ়বাদে আপন পক্ষ স্থাপন কারণ শাস্ত্রযুক্তি অনুভব বিরুদ্ধ

কুবিচার করিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পণ্ডিতেরা শুন শাস্ত্রের যথার্থ নিরূপন পণ্ডিতের কর্ম্ম যথার্থালাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করা পাণ্ডিত্য নয় যে পণ্ডিত হইয়া স্বপক্ষ স্থাপন নিমিত্ত দুরাগ্রহ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ লোপ করে সে আপনি নষ্ট হয় এবং আত্মশিষ্যবর্গকেও নষ্ট করে। পণ্ডিতেরা রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনং মনে বুঝিলেন শাস্ত্রের যথার্থ অযথার্থ পণ্ডিত বুঝিতে পারেন আমরা যে শাস্ত্রের অযথার্থ কহিয়াছি তাহা ইনি বুঝিয়াছেন অতএব বুঝি ইনি ওত্তম পণ্ডিত হইবেন। এই রূপ বাক্য পরস্পর কহিয়া সকলে লজ্জিত হইয়া বিচারহইতে নিবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে ঐ নদীরতীরে এক ওত্তম রূপবান্ পুরুষ আসিয়া ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়া তথাতে যেং লোক ছিলেন সকলকে কহিলেন তোমরা শীঘ্র আইস দেখ আমার কি হইল। এ বাক্য শুনিয়া তথা যে সকলে ছিলেন তাঁহারা কেহ নিকটে গেলেন না। ইহা দেখিয়া

রাজা বিক্রমাদিত্য করুণাবিষ্টচিত্ত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া নিতান্ত আত্মীয় লোকের প্যায় ব্যবহার করিলেন ইহাতে ঐ পুরুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন হে সাত্বিক তুমি আমার পরম বন্ধু বন্ধু সেই যে বিপত্তি কালে উপকার করে ততএব আমার স্থানে এক দিব্য দ্রব্য মুলিকা আছে ইহা তোমাকে দি তুমি গ্রহন কর এ দ্রব্যকে যখন যাহা যাগিবা তত্ক্ষনে তাহা পাইবা ইহা রাজাকে কহিয়া ঐ মুলিকা রাজাকে দিয়া সে পুরুষ প্রান ত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দরিদ্র ভিক্ষুক রাজার নিকটে আসিয়া ভিক্ষা করিল হে মহারাজ তুমি বড় দাতা আমার দরিদ্রতা যাহাতে না থাকে এমত ভিক্ষা দেহ। ভিক্ষুকের প্রার্থনা মাত্রে রাজা ঐ মুলিকা ভিক্ষুককে দিয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া স্বনগরী গমন করিলেন। এই কথা দ্বাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন। হে ভোজরাজ তুমি যদি এ রূপ দয়ালু ও দাতা হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে

পার। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা সমাপ্তা।

ত্রয়োদশী পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক করিণ সিং-হাসন সমীপে ওপস্থিত হইলেন। ইত্য বসরে ত্রয়োদশী পুত্তলিকা হাস্য করিয়া কহি লেন। হে ভোজরাজ এ সিং-হাসনে সেই বসিবার যোগ্য যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব হয়। ভোজরাজ এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা বিক্রমা দিত্যের ঔদার্য্য সাবধানপূর্ব্বক শুন এক দিবস রাজা কৌতুক পুযুক্ত যোগপাদুকারোহন করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের নিকটে বনে ওপস্থিত হইলেন ঐ বনে এক প্রাসাদের মধ্যে এক সিদ্ধ পুরুষ আছেন রাজা বিক্রমাদিত্য সিদ্ধ পুরুষকে দেখিয়া শ্রদ্ধা পুর্ব্বক প্রনাম করিলেন।

সিদ্ধ পুরুষ কহিলেন হে রাজা বিক্রমাদিত্য কি নিমিত্তে আইলা রাজা কহিলেন হে যোগি আমি বিক্রমাদিত্য আপনি কি রূপে জানিলেন। সিদ্ধ পুরুষ কহিলেন পূর্ব্বে তোমাকে আমি অবন্তী নগরে রাজসিং-হাসনে দেখিয়াছি তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া দেশান্তর ভ্রমণ করিতেছ এ ভাল নহে স্বদেশে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজ্য চিন্তা করিলেই রাজলক্ষ্মী থাকেন অতএব অন্য দেশ ভ্রমণ রাজার উচিত নহে রাজা বিদেশস্থ হইলে শত্রুপক্ষেরা রাজ্য লইয়া ভোগ করিতে চেষ্টা পায়। ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য হয় তাহার প্রতীকার নাই যদি তাহার প্রতীকার থাকিত তবে নল রাজা প্রভৃতি দুঃখ পাইতেন না অতএব সমস্তই অদৃষ্টাধীন ইহাতে আমার কি চিন্তা অপর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এক নিবেদন করি। পদ্মিনীখণ্ড নামে এক পুরী থাকে তাহার রাজার নাম জয়শেখর কিছু দিনের পর ঐ রাজার পাত্র মন্ত্রী জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ ঐক্য

হইয়া দেশহইতে রাজাকে পত্নীরাজ্ঞীর সহিত দূর করিয়া দিলেন। রাজা পত্নীরাজ্ঞীর সহিত পাদচারে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের মধ্যে বৃক্ষ তলে রাত্রিকালে শয়ন করিয়া থাকিলেন ঐ বৃক্ষেতে পঞ্চ জন যক্ষ থাকেন তাঁহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। এক যক্ষ কহিলেন এই নগরের রাজা কল্য প্রাতঃকালে প্রাণ ত্যাগ করিবেন ইনি অপুত্রক এ নগরের রাজা কে হইবে। আর এক যক্ষ উত্তর করিলেন যে এই বৃক্ষের তলে যিনি শয়ন করিয়া আছেন তিনি রাজা হইবেন। রাজা বৃক্ষের তলে থাকিয়া এ সকল কথা শুনিলেন প্রাতঃকালে রাজা স্ত্রী সমভিব্যাহারে নগরের মধ্যে বাসস্থান করিয়া থাকিলেন। সেই নগরের রাজা ঐ দিবস প্রাণ ত্যাগ করিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা রাজ্য প্রতিপালন কারণ প্রধান হস্তিকে লইয়া রাজার উপযুক্ত পুরুষ অন্বেষণ করিতেছেন। ইত্যবসরে

পুরীন হস্থী জয়শেখর রাজাকে আপন ওপরে আরোহন করইয়া রাওসিংহাসনের নিকট আনিলেন অপর মন্ত্রিবর্গেরা অভিষেক করিলেন। রাজা জয়শেখর সস্ত্রীক অভিষিক্ত হইয়া নিস্কণ্ঠকে রাজ্য করেন। কিছু দিন পরে সীমান্ত রাজা সকল ঐক্য হইয়া জয়শেখর রাজার নগর রোধ করিল তৎকালে রাজা রাজ্ঞীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন রাজ্য চিন্তা করেন না। অনন্তর রাজ্ঞী কহিলেন হে মহা রাজ বুঝি শত্রু রাজাগনের চক্রে তোমার এ দেশ না থাকিবে। অতএব আপনকার হিতৈষিনী হইয়া স্মরণার্থে আমি কহি যে রাজা ব্যসনাসক্ত হন তাঁহার বিন বুদ্ধি সামর্থ্য সহায় থাকিতেও রাজা নষ্ট হয়। তাহার ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার হয় তাহার মধ্যে কাম প্রযুক্ত দশ প্রকার ব্যসন হয় ক্রোধি প্রযুক্ত অষ্ট প্রকার ব্যসন হয় এই সমুদায় অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন

হয় অতএব রাজার কাম ক্রোধ সর্ব্বদা ত্যাজ্য।
কামজ দশ প্রকারের এই বিবরণ মৃগয়াতে
আসক্তি প্রথম দ্যূতক্রীড়াসক্তি দ্বিতীয় দিবানিদ্রা
তৃতীয় সর্ব্বদা পরাপবাদ করণ চতুর্থ স্ত্রৈণতা
পঞ্চম অহঙ্কার ষষ্ঠ নৃত্যদর্শনাসক্তি সপ্তম
গীতশ্রবণাসক্তি অষ্টম বাদ্যশ্রবণাসক্তি নবম
নিরর্থক ইতস্ততো ভ্রমণ দশম এই দশ
প্রকার কামজ ব্যসনগণেতে সর্ব্বদা আসক্ত
যে রাজা হয় তাঁহার অর্থ ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট
হয়। ক্রোধিজ অষ্ট প্রকার ব্যসনগণের এই
বিবরণ যথা প্রথম সাধু লোকের নিরপরাধে
নিগ্রহ করণ দ্বিতীয় নিরপরাধি লোকের হননেচ্ছা
তৃতীয় পরুষ-সার অসহিষ্ণুতা চতুর্থ ওত্তম
লোকের গুনের দোষরূপে জ্ঞান পঞ্চম ছলক্রমে
পর ধনের গ্রহন ও অবশ্য দেয় দ্রব্যের অদান ষষ্ঠ
পরের ভর্ত্সন সপ্তম প্রহারাদি দ্বারা লোকের
অত্যন্ত তাড়ন অষ্টম। এই রূপ ক্রোধিজ
অষ্ট বিধ ব্যসনগণেতে আসক্ত যে রাজা হন

তিনি আপনি নষ্ট হন। এবং তাঁহার রাজ্য ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়। আপনি মহারাজ এবং মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাশক্রীড়াতে অত্যন্তাবিষ্টচিত্ত হইয়া রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিলা অতএব বুঝি অতি শীঘ্র আমরা সকলেই বিপদ্গ্রস্ত হইব। রাজী রাজাকে এই রূপ নিবেদন করিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইয়া বসিলেন। তদনন্তর রাজা রাণীকে কহিলেন হে প্রেয়সি ভয় পরিত্যাগ কর আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার সহিত যে বট বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলাম সে বট বৃক্ষ আছেন এবং সে বট বৃক্ষের উপরে যে পঞ্চ জন যক্ষ ছিলেন যাহারদের প্রসাদে এ রাজ্য পাইয়াছি সে পঞ্চ যক্ষও আছেন অতএব হে প্রিয়ে চিন্তা কি যে ভবিতব্য তাহাই হইবে আইস পাশক্রীড়া করি। রাজা ইহা কহিয়া রাণীর সহিত পুনর্ব্বার পাশক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর সেই পঞ্চ যক্ষ রাজার বিপত্তি কাল উপস্থিত জানিয়া পরস্পর পরামর্শ

করিলেন। আমরা এ রাজাকে রাজ্য দিয়াছি কিন্তু এ রাজা অত্যন্ত কাপুরুষ ইহার কোনই ক্ষমতা নাই কিন্তু সম্প্রতি শত্রুগ্রস্ত হইয়াছে আমরা যদি এ সময়ে রাজার সাহায্য কিছু না করি তবে রাজা নষ্ট হয় এ আমারদের বড় লজ্জার বিষয় মহতের এই ধর্ম্ম স্ববর্দ্ধিত লোকের কোনহ প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা অতএব আমারদিগকে যুদ্ধ করিয়া রাজার শত্রুরদিগকে নষ্ট করিতে হইল। এই রূপ বিচার করিয়া পঞ্চ যক্ষ রণ করিয়া রাজার বিপক্ষবর্গকে নষ্ট করিলেন। তদনন্তর রাজ্ঞী বৈরিবর্গের বিনাশ দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বুঝিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ কি আশ্চর্য্য এ প্রবল শত্রুগণ অনায়াসে কি রূপে নষ্ট হইল। রাজ্ঞীর এই বাক্য পঞ্চ যক্ষ শুনিতে পাইয়া রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে কল্যানি যে রূপ তোমার রাজার শত্রুবর্গেরা নষ্ট হইল তাহার কারণ শুন। আমরা পূর্ব্বে পঞ্চ মৎস্য ছিলাম

যে পুষ্করনীতে আমারদের বাস ছিল দৈবাৎ এক বৎসর অতিশয় নিদাঘ প্রতাপে সে পুষ্করনীর সমস্ত জল শুষ্ক হইল। এই রাজা পূর্ব্বকালে কুম্ভকার ছিলেন সে পুষ্করনীতে মৃত্তিকা খনন করিতে যাইতেন আমারদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া ঐ পুষ্করনীতে এক গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্ত জলেতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই প্রযুক্ত প্রাণ পাইয়াছিলাম। কিছু কালের পর সেই পঞ্চ মৎস্য আমরা পঞ্চ যক্ষ হইয়াছি সেই কুম্ভকার এই রাজা জয়শেখর ইনি পূর্ব্ব জন্মে আমার দের উপকার করিয়াছিলেন এই প্রযুক্ত সেই উপকার স্মরণ করিয়া ইহাকে এ দেশের রাজা করিলাম তোমার সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন ইহা কহিয়া পঞ্চ যক্ষ আপন স্থানে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না পুরুষের চেষ্টাতে কি হয়। ইহা শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে

কহিলা এ নীতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ নীতি শাস্ত্রের মত যে পুরুষ উদ্যোগ সর্ব্বদা করে সেই উত্তম পুরুষ। আর ভবিতব্যই হয় যে ভবিতব্য নয় সে নানা যত্নেতেও হয় না এ কাপুরুষের কথা অতএব কোন কর্ম্ম পুরুষার্থ ব্যতিরেকে হয় না। সে যে হউক অনুদ্যোগী পুরুষ যে হয় সে কাপুরুষ। অতএব সর্ব্বদা বিষয় কর্ম্মের উদ্যোগ করিবে। পরন্তু বুঝিলাম তুমি জ্ঞানী বট অতএব তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া এই অমূল্য রত্ন চিন্তামনি দিলাম। রাজা চিন্তামনি পাইয়া আনন্দিত হইয়া সিদ্ধ পুরুষকে স্তুতি প্রনতি করিয়া আপন নগরে চলিলেন। পথের মধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার স্থানে ধন যাচ্ঞা করিলেন। রাজা ঐ চিন্তামনি রত্ন দরিদ্র পুরুষকে দিয়া যোগপাদুকা রোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এতাদৃশ মহত্ত্ব তোমাতে যদ্যপি এতাদৃশ মহত্ত্ব থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত

হও। ভোজরাজ ইহা শুনিয়া তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন।—

ইতি ত্রয়োদশী পুত্তলিকার কথা সমাপ্তা।—

চতুর্দ্দশী পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসনের নিকটে শ্রীভোজরাজ উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা ভোজরাজাকে কহিলেন হে ভোজ রাজ শুন। শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তীনগরে সাম্রাজ্য করেন তাঁহার এক মিত্র সুমিত্র নামে ছিলেন তিনি আপন বাটীহইতে তীর্থ যাত্রা করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে শক্রাবতার নামে এক তীর্থতে উপস্থিত হইলেন। সে তীর্থে যুগাদিদেব নামে এক দেবতা ছিলেন তাহার পূজা ও স্তব করিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই নগরে এক দেবালয় নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈল পূরিত কটাহ এক দেখিয়া তত্রস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন লোকেরা কহিল মদনসঞ্জীবনী

নামে এক দিব্যাঙ্গনা এই দেশের রাজ্ঞী তাহার এই পন এই তৈল কটাহেতে প্রবিষ্ট হইলেও যে পুরুষ না মরিবে সেই পুরুষ আমার স্বামী হইবে। সুমিত্র লোকেরদের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মদনসঞ্জীবনী রাজ্ঞীকে দেখিয়া তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব রূপ লাবণ্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া অবন্তী নগরে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সুমিত্রের বাক্য শুনিয়া কেবল কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৈল কটাহের নিকটে গিয়া তৈল মধ্যে ঝম্প দিলেন। মদনসঞ্জীবনী ইহা শুনিয়া তথাতে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের দগ্ধ শরীরে অমৃতাভিষেক দ্বারা পুর্ব্বৎ নির্ব্রণ নির্ব্যথ শরীর করিল। দিব্যাঙ্গনা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহারাজ রাজার সাহস বড় গুণ তৃপ্ত তৈল কটাহে প্রবিষ্ট হওয়াহইতে অধিক বা কি সাহস আছে আমি রাজার পুরুষার্থ জ্ঞান

কারন এ পর্ণ করিয়াছিলাম বুঝিলাম তোমার বড় পুরুষার্থ অতএব তোমার প্রতি তুষ্টা হইলাম তোমার সহিত এ রত্নাবতী দেশের স্বামী হও। এ রূপ নানা পুরস্কারপ্রিয় বাক্যেতে রাজার তাদৃক আগ্রহ না বুঝিয়া পুনর্ব্বার রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ সংসারের মধ্যে তুমি ধন্য যে হেতুক আমার মত সুন্দরী স্ত্রীতে এবং এতাদৃশ রাজসম্পত্তিতেও তোমার অন্তঃকরনে লোভ জন্মাইতে পারিল না। তদন্তরে রাজা সুমিত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া সুমিত্র নামে আত্মমিত্রকে সে দেশের রাজা করিয়া এবং মদনমঞ্জরীকে তাহাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে এ কথা কহিয়া কহিলেন তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার ভাজন হও। ভোজরাজ এ বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি চতুর্দ্দশী কথা।

পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপে স্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিবার যে উপযুক্ত তাহার বৃত্তান্ত শুন। রাজা কহিলেন কহ সে বৃত্তান্ত কিরূপ। পুত্তলিকা কহিলেন এক সময়ে শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তি অশ্ব রথ পদাতিক রূপ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভি ব্যাহারে সর্ব্বদিগ্বিজয় করিয়া এবং রাজসমূহকে স্ববশীভূত করিয়া বীসচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভা মধ্যে বসিয়াছেন ইত্যবসরে ক্রীড়া বনাধ্যক্ষেরা রাজসাক্ষাৎকারে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন হে মহারাজ সকল ঋতুর রাজা বসন্ত আপনকার বিলাস বিপিন সমূহে প্রবেশ করিলেন বন রাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবক মঞ্জরী ভারেতে

পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে ভ্রমর মালা মধুপানে মত্তা হইয়া মনোহর শব্দ করিতেছে কোকিল মিথুন মধুর রব করিতেছে। ওদ্যানপালেরদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সপরিবারে ক্রীড়া বন গমন করিলেন নানাস্থানে নানাবিধ সুখানুভব করিয়া বন মধ্যবর্ত্তি বিচিত্র মণ্ডপ মধ্যস্থিত মনিমণ্ডিত কনকময় সিং-হাসনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজার ধর্ম্মাধিকারি পণ্ডিত জ্ঞান শাস্ত্রের এক প্রসঙ্গ করিলেন হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাং-স মল মূত্র নানা বিধ ব্যাধিময় এ শরীর ও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিকী প্রীতি করা জ্ঞানি জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়িকা বিচ্ছেদে তদোধিক দুঃখদায়িকা হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনি

বেশ জ্ঞানির কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হয়। রাজা ধর্ম্মাধিকারির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল আত্ম মনে বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে ধর্ম্মাধিকারি তুমি যাহা কহিলা যুক্ত বটে বহুতর ক্রিয়াবিশিষ্ট শরীরেতে প্রাণ বায়ুর স্থিতি জীবের জীবন তাদৃশ প্রাণ বায়ুর শরীরহইতে নির্গম জীবের মরন। অতএব জীবের বড় আশ্চর্য্য মরন সহজ সাংসারিক যাবৎ বিষয় যাবৎ জীবন তাবৎ পর্য্যন্ত মরনো ত্তর কাহার ও সহিত সম্বন্ধ থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ সকল জানিয়াও বিষয়েতে মত্ত থাকে ইহার পর অজ্ঞান বল কি এ জ্ঞান নষ্ট না হইলেও পরম পুরুষেতে স্থিরতরানুরাগ হয় না। অজ্ঞান নাশ যৎসঙ্গে করনে হয় সেই পরম সাধু অতএব তুমি পরম সাধু বট। বিক্রমাদিত্য এই রূপ নানা প্রকার জ্ঞান কথা কহিয়া ধর্ম্মাধিকারিকে পরিতো

যার অষ্টলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চদশী পুত্তলিকার পুমুখাৎ এই উপাখ্যান শুনিয়া সে দিবস ওপরত হইলেন।

ইতি পঞ্চদশী পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা।

ষোড়শী পুত্তলিকার কথা

অনন্তর এক দিবস সিং-হাসনের নিকটস্থ ভোজ রাজকে ষোড়শী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে গুনেতে এ সিং-হাসনে বসিবার উপযুক্ত হয় বিক্রমাদিত্যের সেই গুনের উপাখ্যান কহি শুন। চন্দ্রশেখর নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিবস সভা করিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক বিদেশীয় এক ভট্ট সাক্ষাৎ গিয়া তাহার নানা প্রকার যশো বর্ণন করিয়া কহিল সকল গুনেতে গুনী এমত লোকের আশ্রয় এবং আপনি সকল গুনের আশ্রয় এবং সকল গুন বোদ্ধা পুরুষ অত্যন্ত বিরল। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমন করিয়াছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিয়াছ কি না। ভট্ট কহিলেন হে মহারাজ তাবৎ গুনযুক্ত কেবল রাজা

বিক্রমাদিত্য আছেন। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের পুমুখাৎ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শুনিয়া তত্তুল্য হইবার স্পর্দ্ধা করিয়া দেবতা আরাধনা করিলেন। আরাধনাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা চন্দ্রশেখরকে অক্ষয় সম্পত্তি দিয়া কহিলেন হে রাজন্ তুমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা সে শরীর দগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উত্তম শরীর হইবে। ইহা কহিয়া দেবতা অপ্রকাশ হইলেন। রাজা সেই রূপে প্রতিদিন শরীর হোম করেন অনন্তর দিব্য শরীর হয় এবং অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়া নানা পুণ্য সঞ্চয় করেন। চন্দ্রশেখর রাজার এই সকল বৃত্তান্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে ভট্ট কহিলেন তাহা শুনিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তি আত্মসমীপস্থ লোকেরদিগকে নিজ তুল্য করেন সেই বড় কেবল আপনি বড় হইলে বড় নহে যেমন মলয়াচল আত্মসমীপস্থ বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন এই প্রযুক্ত মলয়াচল উত্তম সুমেরু পর্ব্বত আপনি রত্নময় কিন্তু নিকটস্থ

পর্ব্বতেরদিগকে রত্নময় করেন না অতএব তাঁহার রত্নময়ত্ব নিরর্থক। এই দৃষ্টান্তে স্বাশ্রিত লোক যাহাতে সুখী থাকে এ উত্তম লোকের কর্ত্তব্য। রাজা চন্দ্রশেখর সর্ব্বতোভাবে সুখী বটেন কিন্তু তাহার প্রত্যহ তপ্ত তৈল প্রবেশ বড় এক দুঃখ এ দুঃখ তাহার যাহাতে খণ্ডন হয় এ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ মনে বিচার করিয়া রাজা চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি গিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন হে সাত্বিক শিরোমনি তুমি অগ্নিকুণ্ডে নিষ্প্রয়োজন কেন প্রবেশ করিলা রাজা চন্দ্রশেখর তোমার তুল্য হবে এই বিষয় দুরাগ্রহ করিয়াছিল এই প্রযুক্ত নিত্য শরীর দাহের দুঃখ পায়। আমার আরাধনা অনেক করিয়াছে এই হেতুক অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়াছে তুমি এ সাহস নিরর্থক কেন করিলা। সে যা হউক

সম্প্রতি বর প্রার্থনা কর। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে প্রসন্না হইলেন তবে রাজা চন্দ্রশেখরের পুত্যহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশে শরীর দাহের দুঃখ না হয় এই বর দেও। দেবী কহিলেন হে রাজন্ তুমি অতিদাতা দয়ালু ভক্ত এ প্রযুক্ত সন্তুষ্টা হইয়া তোমার অভিলষিত বর রাজা চন্দ্রশেখরকে দিলাম। ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য চন্দ্রশেখরের মহাদুঃখ গণ্ডন করিয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়াছেন এমত কে করিতে পারে। এতাদৃশ মহত্ত্ব যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজ অধো মুখ হইলেন।

ইতি ষোড়শী কথা সমাপ্তা।

সপ্তদশী পুত্তলিকার কথা।

অন্য এক দিবস অভিষেকার্থ সিং-হাসন সমীপস্থ ভোজরাজকে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহিল হে রাজন্ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ ছিল তাহা শুন। অবন্তী নগরেতে শ্রীবিক্রমাদিত্য যে কালে সাম্রাজ্য করেন সে কালে রাজার ধর্ম্মবলে প্রায় সকল লোক পুণ্যেতে রত। স্ত্রী জনেরা এক পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যকে জানে না সকল ভূমিতে সকল শস্য হয় পাপেতে বিরাগ ধর্ম্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় অতিথি সেবা পিতৃমাতৃরাজপ্রভৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তন অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি পরম ধর্ম্মেতে সর্ব্ব দেশ পরম শোভিত ছিল। শ্রীবিক্রমাদিত্য দণ্ডনীতি রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন দুষ্টনিগ্রহ করিয়া পরম সুখে রাজ্য

ভোগ করেন। ইত্যবসরে এক দিবস ওদ্যান পাল রাজার সাক্ষাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ কালান্তক যম তুল্য ভয় ঙ্কর পর্ব্বত সদৃশ শরীর এক শূকর আসিয়া ক্রীড়া বিপিনে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্ভয়ে আমরা আরাম বন ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি শীঘ্র শূকর নিবারন যে রূপে হয় তাহাতে অব ধান করুন। ওদ্যান পালের এই বাক্য শ্রবন করিয়া মৃগয়ানুমোদে শূকর নিবারনার্থ বারণা রোহণ করিয়া আপনি একাকী প্রস্থান করিলেন। তদ্বনে শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রবিষ্ট হবামাত্রে শূকর অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল! রাজা তৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। এই রূপে সে শূকর অনেক বন অতিক্রমণ করিয়া এক গহন কাননে প্রবিষ্ট হইল। রাজাও তন্নিকটে গিয়া ওপস্থিত হইলেন শূকর কোনহ প্রকারে আত্মত্রানের ওপায় না পাইয়া সেই বনেতে ওত্তর এক গিরির গুহা বিবান কপাট রুদ্ধ হইয়াছিল

সেই গুহার কপাট দন্তে বিদীর্ন করিয়া গুহার মধ্যে শুকর প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তিহইতে নামিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারন করিয়া অত্যন্ত সাহসে একাকী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে গুহা অতি বিস্তীর্ন। এক দেশের প্রায় রাজা অনেক প্রকার অন্বেষন করিয়া কোথাও শুকরের তত্ত্ব না পাইয়া গুহার মধ্যে ভ্রমন করিতেছেন ইতিমধ্যে অপূর্ব্বা এক নগরী তথাতে দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে পুরীর মধ্যে গিয়া নারায়ন যে রূপে বলির দ্বারি হইয়াছিলেন সেই রূপের প্রতিমা তথাতে দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা প্রকার স্তব ও প্রনাম ও প্রদক্ষিন করিয়া প্রতিমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজার ভক্তি শ্রদ্ধাতে নারায়ন সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রস রসায়ন নামে দিব্য দ্রব্যদ্বয় দিয়া তাহার গুন কহিলেন। হে মহারাজ এই যে রস নামে বস্তু ইহাহইতে সাংসারিক ভোগের উপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহাই পাইবা। এই যে

রসায়ন নামে পরম পদার্থ ইহাহইতে পরমার্থ ওপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য নারায়ন পুসাদে বস্তুদ্বয় পাইয়া সে গুহাহইতে নির্গত হইয়া পুর্ব্ব বৎ গুহার দ্বার কপাটে রুদ্ধ করিয়া হস্তিতে আরোহন করিয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন পথযধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখী পিতা পুত্র ব্রাহ্মনদ্বয়কে দেখিয়া তাহারদের সর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়া পরদুঃখে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া ঐ রস রসায়ন দ্রব্যদ্বয় ঐ পিতা পুত্র ব্রাহ্মনদ্বয়কে দিয়া স্বরাজধানীতে ওপস্থিত হইলেন। সপ্তদশী পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ওদার্য্য এই রূপ ছিল তুমি যদি এই রূপ হও তবে এ সিং-হাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবস ওপরত হইলেন।—

ইতি সপ্তদশী কথা।—

অষ্টাদশী পুত্তলিকার কথা।—

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিং-হাসন নিকটে ওপস্থিত শ্রীভোজরাজকে অষ্টাদশী পুত্তলিকা কহিল। হে ভোজরাজ এ সিং-হাসনে বসিবার ওপযুক্ত যে রাজা তাহার সাহস ওদার্য্যাদি রাজগুন যে রূপ তাহা কহি শুন। এক দিবস সিং-হাসনস্থ মহারাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া এক দ্বারি নিবেদন করিল। হে মহারাজ অদ্য আশ্চর্য্য এক কথা শুনিলাম ওদয়াচলের শিখরের ওপরে এক দেবতাযতন আছে তদগ্রভাগে মনি মুক্তা প্রবালাদি খচিত স্বর্নময় সোপানে চতুর্দ্দিক শোভিত অপুর্ব্ব এক সরোবর আছে। সেই সরোবরের মধ্যে স্বর্নময় এক স্তম্ভ আছে সে স্তম্ভের ওপরে নানা রত্ন জড়িত কাঞ্চনময় এক সিং-হাসন আছে। সূর্য্যো

দয় কালাবধি মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সিং-হাসন সহিত ঐ স্তম্ভ ক্রমেং বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্য মণ্ডল স্পর্শ করে। মধ্যাহ্ন কালাবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত ক্রমেং হ্রাস হইয়া পূর্ব্বমত সরোবরের মধ্যে থাকে। এই মত প্রত্যহ হয় দ্বারিকের প্রমুখাৎ এ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত কৌতূ কাবিষ্ট হইয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া ঐ সরোবরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যোদয় কালে ঐ স্তম্ভ জলমধ্যহইতে নির্গত হইয়া বর্দ্ধমান হয়। ঐ কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য স্তম্ভোপরিস্থ সিং-হাসনের উপরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। স্তম্ভ ক্রমেং বর্দ্ধমান হইয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য মণ্ডল পর্য্যন্ত উত্থিত হইলে স্তম্ভোপরিস্থ সিং-হাসনস্থিত শ্রীবিক্রমাদিত্য পুঠও তর সূর্য্যাতপে ভর্জ্জিত হইয়া অচেতন হইলেন। তদনন্তর শ্রীসূর্য্য দেবতা শ্রীবিক্রমা দিত্যের সাহস দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া

শ্রীবিক্রমাদিত্যের শরীরে অমৃত বর্ষন করিয়া রাজাকে সচেতন করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীসূর্য্যদেবতার অনেক স্তব করিলেন। শ্রীসূর্য্যদেবতা রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিদিবস এক ভার পরিমিত সুবর্ণদায়ি কুণ্ডলদ্বয় রাজাকে দিলেন। রাজা শ্রীসূর্য্যদেবতার প্রসাদে ঐ কুণ্ডলদ্বয় পাইয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া সন্ধ্যা সময়ে স্বকীয় রাজধানীতে আসিতেছেন ইতিমধ্যে এক অত্যন্ত দরিদ্রকে দেখিয়া দয়াকুলচিত্ত হইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় ঐ দরিদ্রকে দিলেন। এই উপাখ্যান অষ্টাদশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এতাদৃশ প্রভাবশালী হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ আপনার তাদৃশ প্রভাব নয় ইহা বুঝিয়া তদ্দিবসে উপরত হইলেন।

ইতি অষ্টাদশী কথা সমাপ্ত

ঊনবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহিল। হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য ছিলেন তাহার মহত্ত্ব যেমন তাহা শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বীয় প্রজাবর্গেরা কি রূপ ব্যবহারে আছে ইহা জানিবার কারণ গুপ্তরূপে একাকী যোগপাদুকারোহণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে২ পদ্মালয় নামে পুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথাতে অপূর্ব্ব এক দেবালয় নিকটে চারি ব্রহ্মচারী পরস্পর কথোপকথন করেন। তন্মধ্যে এক ব্রহ্মচারী কহিলেন আমি তীর্থ যাত্রাতে অনেক দেশ দেবস্থান নদী পর্ব্বত দেখিয়াছি কিন্তু কনক কূট নামে এক পর্ব্বত তাহাতে ত্রিলোকনাথ নামে এক যোগী নিবাস করেন আমি তথা যাইতে পারিলাম না তন্নিকটদেশস্থ লোকেরদের

পুমুখাৎ শুনিলাম কনককূট পর্ব্বত অত্যন্ত দুর্গম তথা গেলে প্রাণ বাঁচা ভার। অতএব আমি সেই দেশহইতে নিবৃত্ত হইলাম স্ত্রী পুত্র ধন আদি যত বিষয় আছে এ সকল যদি যায় তবে চেষ্টা করিলে পুনর্ব্বার হয় এ শরীর গেলে সহস্র চেষ্টাতেও হয় না এ শরীরের স্থিতিতে সর্ব্ব সিদ্ধি হয় অতএব নীতি শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বতোভাবে শরীরসং-রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা যোগিরদের পরস্পর কথোপকথনের মধ্যে এক যোগিরএই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন অত্যন্ত শক্তিশালি পুরুষের বড় ভার কোনহ কর্ম্ম নয় এবং নীতি শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবসায়কারি লোকের দুর্লভ কিছু নয় পণ্ডিতেরদের কোন দেশ বিদেশ নয় প্রিয়হিতবাদি জনের শত্রু কেহ নয়। ইহা কহিয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া কনককূট পর্ব্বত ঐ যোগির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগী রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি এস্থানে

কনিমিত্ত আসিয়াছ। রাজা কহিলেন কেবল আপনকার সন্দর্শনার্থ। তদনন্তর যোগী শ্রীবিক্রমাদিত্যকে ওত্তম রাজলক্ষণযুক্ত পরম সাত্বিক জানিয়া কন্থা খণ্ডিকা দণ্ড নামে দিব্য পদার্থত্রয় দিয়া ঐ পদার্থত্রয়ের গুন কহিলেন। হে মহারাজ কন্থা নামে যে এ দ্রব্য ইহার এই গুন বিন অলঙ্কার বস্ত্রাদি যে দ্রব্য মনে করিবা এ কন্থাকে বাম হস্তে স্পর্শ করিবা সেই চিন্তিত দ্রব্য সকল এ কন্থা হইতে হইবে। এ খণ্ডিকাতে হস্তী অশ্ব রথ পদাতি প্রভৃতি অন্য যত লিখিতে পারিবে তত হইবে। আর যে এই দণ্ড ইহাকে দক্ষিন হস্তে করিয়া যে মৃত শরীর স্পর্শ করিবা সে মৃত শরীর সজীব হইবে। আমার যোগ বললব্ধ এ বস্তুত্রয় তোমাকে ওপযুক্ত পাত্র জানিয়া দিলাম। তদনন্তর শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগির প্রসাদলব্ধ ঐ বস্তুত্রয় পাইয়া প্রণাম প্রদক্ষিন করিয়া যোগ পাদুকারূঢ় হইয়া স্বরাজধানীতে আইসেন পথি মধ্যে বনেতে ভ্রমণ করে অত্যন্ত

দুঃখিত এক ওত্তম পুরুষকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন হে পুরুষ তুমি কে কেন বনে ভ্রমন
কর। ঐ পুরুষ কহিলেন আমি এক দেশের রাজা
ছিলাম আমার শত্রুবর্গেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া
আমার আত্মীয়বর্গেরদিগকে যুদ্ধেতে নষ্ট করিয়া
আমার রাজ্য দারাদি সকল আক্রমন করিয়া
লইল। সেই দুঃখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত
হইয়া শত্রু ভয়ে অন্য কোনহ নগর মধ্যে থাকি
তে না পারিয়া বনমধ্যে একাকী ভ্রমন করিতেছি।
আমি বড় দুঃখী আমার দুঃখের কথা শুনিলে
পাষান দ্রব হয়। ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃখোক্তি
ঐ পুরুষের শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য অতিশয় দয়া
বিষ্টচিত্ত হইয়া ঐ পুরুষকে যোগিপুসাদ নব্ব
রত্নাদি দ্রব্যত্রয় দিয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া
ওপস্থিত হইলেন। ঐ পুরুষ শ্রীবিক্রমাদিত্য
দত্ত দিব্য বস্তুত্রয় প্রভাবে পুর্ব্ববৎ স্বরাজ্য দারাদি
পরিজন প্রাপ্ত হইলেন। ওনবিংশতি পুত্তলিকা
কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে যে রাজা

বসিতেন তাহার ঔদার্য্য যে রূপ ছিল তাহা কহিলাম। তুমি যদি তাদৃশ ঔদার্য্যযুক্ত হও তবে এ সিং-হাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে পরাবৃত্ত হইলেন।

ইতি ঊনবিংশতিতমী কথা।

বিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অনন্তর এক দিবস বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসন নিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া কহিল। শ্রীবিক্রমাদিত্য তুল্য যদি তুমি হও তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইতে পার। শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যে রূপ ছিলেন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসাগর নাম্না মন্ত্রী বুদ্ধিশেখর নাম্ন স্বপুত্রকে অত্যন্ত মূর্খ ব্যসনাবিষ্ট চিত্ত জানিয়া কহিলেন। হে পুত্র তুমি রাজমন্ত্রির সন্তান হইয়া মূর্খ হইলা পণ্ডিত লোকেরদের সহবাস শাস্ত্রানুশীলন করিলা না শাস্ত্রাভ্যাস প্রকাশিতা সংস্কার সংস্কৃত বুদ্ধি যে মনুষ্যের না হইল সে মনুষ্য মনুষ্যাকার মাত্র বস্তুতঃ পশু বিবেচনা করিয়া বুঝ। শাস্ত্রীয় বুদ্ধির ভাবাভাব প্রযুক্ত

মনুষ্যে পশু ভেদ ব্যাবহারিক আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি বিষয়ক বুদ্ধি মনুষ্য পশুর এক রূপ কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ নাহি। তোমার সে শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হইল না অতএব তোমার জীবন বৃথা। এই রূপ পিতার শিক্ষার্থ ভৎর্সন বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রাভ্যাসে নিশ্চিত চিত্ত হইয়া বিদেশে আসিয়া সদ্গুরুর উপাসনা করিয়া সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বদেশে আইসেন পথিমধ্যে এক নগরে দেবতাযতন দেখিলেন দেব সন্দর্শনার্থ সে স্থানে আসিয়া তদ্দিবসে তথাতেই থাকিলেন সন্ধ্যা সময়ে ঐ দেবতাযতনের নিকটস্থ অপূর্ব্ব এক সরোবর ছিল সেই সরোবরহইতে অষ্ট দিব্য কন্যা নির্গতা হইয়া দেবতার নিকটে আসিয়া সমস্ত রাত্রি ঐ দেবতার পূজা জপ স্তবাদি করিয়া প্রভাতে সরোবরের মধ্যে ঐ অষ্ট কন্যা প্রবিষ্টা হইলেন। এই মহদদ্ভুত বুদ্ধিশেখর নামা মন্ত্রি পুত্র দেখিয়া স্বপুরেতে আসিয়া কএক দিবসের পর শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন

রাজা শুনিয়া অত্যন্ত অদ্ভুত জানিয়া ঐ দেবতার তন নিকটে আসিয়া নিশা সময়ে যন্ত্রিপুত্র যে রূপ কহিয়াছিলেন সে রূপ সমস্ত দেখিলেন। প্রাতঃকালে ঐ অষ্ট কন্যা পুষ্করণীর মধ্যে ঝম্প দিয়া জলে প্রবিষ্টা হবামাত্র রাজাও তৎক্ষণাৎ ঝম্প দিয়া জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কন্যারা রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তুমি অদ্য শুভাদৃষ্টবশতঃ আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ আমারদের সঙ্গে আইস। কন্যারা রাজাকে এই রূপ কহিয়া পাতাল লোকে রত্নময় স্বপুরীর মধ্যে লইয়া গেলেন কহিলেন হে মহারাজ এই রাজপুরী তুমি গ্রহণ কর। রাজা কহিলেন আমার রাজপুরী আছে এ রাজপুরীতে আমার কি প্রয়োজন কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমরা কে এ পুরী বা কার। কন্যারা কহিলেন আমরা অষ্ট কন্যা অষ্ট সিদ্ধি এ পুরী

আমারদের ক্রীড়ামন্দির তোমার দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়াছি অতএব তোমাকে পারিতোষিক অষ্ট রত্ন দি গ্রহণ কর। এ অষ্ট রত্নের গুন এই একেতে মানসসিদ্ধি হয় দ্বিতীয়েতে ভোজনীয় দ্রব্য যখন যাহা চাহ তখন তাহা পাওয়া যায় তৃতীয়েতে চতুরঙ্গ সৈন্য প্রাপ্তি চতুর্থে দিব্য গতি সিদ্ধি পঞ্চমে যোগপাদু কা প্রাপ্তি ষষ্ঠে সর্ব্ব স্তম্ভন হয় সপ্তমে সর্ব্বজ্ঞ হয় অষ্টমে সন্তোষ প্রাপ্তি এই রূপ অষ্ট রত্নের গুন কহিয়া কন্যারা রাজাকে অষ্ট রত্ন দিলেন। রাজা ঐ অষ্ট রত্ন পাইয়া স্বরাজধানীতে আসি তেছেন পথি মধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মন রাজা বিক্রমাদিত্যকে জানিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ভিক্ষা করিলেন। হে মহারাজ আমি ব্রাহ্মন অত্যন্ত দুঃখী তুমি উত্তম রাজা আমাকে এমন ভিক্ষা দেও যে আমার কোনহ বিষয়ে অসদ্ভাব না থাকে এবং সদা সুখে থাকি। রাজা ব্রাহ্মনের এই বাক্য শুনিয়া কোন বিচার না

করিয়া ঐ অষ্ট রত্ন ব্রাহ্মণকে দিয়া স্বপুরীতে আইলেন। দ্বি°-শত্তি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সি°-হাসনে বসিবার প্রয়াস কর নতুবা কেন বৃথা প্রয়াস করিয়া মনঃপীড়া পাও। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি দ্বি°-শত্তিতমী কথা—

একবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অনন্তর এক দিবস শ্রীভোজরাজকে সিংহাসন নিকট ওপস্থিত দেখিয়া একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল। ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার ওপযুক্ত যে রাজা ছিলেন তাহার ঔদার্য্য শুন। এক দিবস কোন দেশে কি অদ্ভুত সামগ্রী আছে ইহা দেখিবার কারন শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগ পাদুকারোহন করিয়া দেশ ভ্রমন করিতে২ এক পুরীরমধ্যে দেবতায়তনে ওত্তরিলেন। তত্রস্থ দেবতাকে প্রনাম প্রদক্ষিন স্তব করিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক বিদেশীয় পুরুষ ঐ দেবতায়তনে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন হে সৎপুরুষ তোমাকে সংপুর্ন রাজলক্ষনযুক্ত দেখিতেছি অতএব বুঝি রাজা হইবা। রাজার রাজ্য চিন্তা পরিত্যাগে ওদাসীন প্রায় ভ্রমনে রাজা

থাকে না অতএব সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজার রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা কর্ত্তব্য। এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন হে পুরুষ রাজার ধর্ম্ম ব্যতিরেকে রাজ্য বিষয় শুভাশুভ চিন্তাতেই রাজ্য থাকে এমন নয় যে রাজার ধর্ম্ম নাহি সে রাজার বল শুভাশুভ চিন্তাতে রাজ্য থাকে না। এবং পরম ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যের বিষয় শুভাশুভ চিন্তা ব্যতিরেকেও ধর্ম্ম বল মাত্রে রাজ্য থাকে। অতএব রাজ্য স্থিতির মুখ্য কারন ধর্ম্ম এই পুরুষ রাজার ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। আমারও ভ্রমণ কেবল ধর্ম্মার্থে তোমাকে কোনহ কার্য্যার্থির ন্যায় বুঝি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া বিদেশীয় পুরুষ কহিল হে মহারাজ আপনি পরম ধার্ম্মিক বটে আমাকে যে কার্য্যার্থী করিয়া জানিয়াছে সে বাস্তব বটে। রাজা কহিলেন কহ কি কার্য্য পুরুষ কহিল হে মহারাজ শুন নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা নামে এক দেবী আছেন তথাতে শৃঙ্গারাদি রস সিদ্ধির কারন দ্বাদশ বৎসর

পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর মন্ত্রজপ করিলাম পরন্তু কিছু ফল দর্শিল না অতএব আমি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া মনের মধ্যে বিচার করিলেন অনেক জপে যে মন্ত্র সিদ্ধ না হয় ইহার কিছু কারণ থাকিবে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া ঐ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর আয়তনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে কামাখ্যা দেবী স্বপ্নরূপে রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি কেন এ স্থানে আসিয়াছ যদি এ পুরুষের রস সিদ্ধির নিমিত্ত আসিয়া থাক তবে সাযুদ্রক শাস্ত্রোক্ত বীজবজ্রাঙ্কুশাদি বিংশতি লক্ষণযুক্ত এক পুরুষকে আমার নিকটে বলি দেহ তবে ইহার রস সিদ্ধি হইবে। এই রূপ শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন মনেং বিচার করিলেন সম্প্রতি বিংশতি লক্ষণযুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দৃষ্ট নয় কেবল আমি

উপস্থিত আছি এ পুরুষের উপকারার্থে আমাকে আপনাকে বলি দিতে হইল। এই রূপ বিচার করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া যত্নহস্ত হইয়া দেবীর নিকটে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিলেন কহিলেন হে মহারাজা ধিরাজ পরম ধার্ম্মিক শিরোমনি আমি তোমার পরোপকারিতা কি পর্য্যন্ত ইহা বুঝিবার কারণ তোমাকে বলি দিতে স্বপ্ন দিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম বলিতে কিছু প্রয়োজন নাহি আমি প্রসন্না হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা দেবীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে দেবি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এ পুরুষকে রস সিদ্ধি দেহ। রাজার এই বাক্যে ঐ পুরুষকে রস সিদ্ধি দিয়া তথাহইতে অন্তর্হিতা হইলেন ঐ পুরুষের নিকটে দেবীর অনুগ্রহেতে শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তিরূপ নব রস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তদবধি থাকি

লেন রাজা স্বপুরী গমন করিলেন। একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি এতদ্রূপ পরোপকারক হও তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। এই কথাতে তদ্দিবসে শ্রীভোরাজ বিরত হইলেন।

ইত্যেকবিংশতিতমী কথা

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবা এ যে তোমার অকাণ্ড প্রত্যাশা হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর। তুমি বিক্রমাদিত্যের তুল্য হিতকারী হইবা না যে এ সিংহাসনে বসিবা শুন বিক্রমাদিত্য যে রূপ হিতকারী ছিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য ষোড়শবর্ষ আয়ুর কালে নিজ বাহুবল প্রতাপে যাবদ্দিগ্বিজ দিক্স্থ রাজারদিগকে জয় করিয়া সর্ব্ব রাজমণ্ডলী মুকুট মণি মণ্ডিত চরণারবিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য করেন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সবীর সুস্বর বীণা বাদ্যাদি স্বরে ভট্ট বন্দাক প্রভৃতি যশোবর্ণন গানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীযন্নারায়ণ চরণারবিন্দ ধ্যান নাম স্মরণ করিয়া কৃত নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদি

রূপ প্রাতঃকৃত্য হইয়া অভ্যস্ত নানা আয়ুধের অনু
শীলন করিয়া মল্ল শালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজা
ভরণে ভূষিত হইয়া সহস্রং স্বর্ণ দান করিয়া
বীমন্ত্রি কর্ম্মমন্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলীতে বেষ্টিত
হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরোধে রাজনীতি দণ্ডনীতি
শাস্ত্রানুসারে রাজ্য ব্যাপার করিয়া মধ্যাহ্নকালে
বেদোক্ত মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রোগি
দরিদ্র প্রভৃতিরদিগকে নানা প্রকার দান দিয়া
জ্ঞাতি বন্ধু মিত্র জন সমভিব্যাহারে কষায় মধুর
লবণ কটু তিক্ত অম্লরূপ ষড়্বিধ রসযুক্ত চর্ব্য চোষ্য
লেহ্য পেয় রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজ্য সামগ্রী ভোজন
করিয়া জাতী লবঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার পাচক
সুগন্ধি দ্রব্যযুক্ত তাম্বুল ভোজন করিয়া চন্দনাদি
সুগন্ধি দ্রব্যেতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া বিবিধ প্রকার
পুষ্পের মালা ধারন করিয়া বন্ধুবর্গ প্রভৃতিকে
বিদায় করিয়া অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি কিঞ্চিৎকাল
শয়ন করিয়া সুপঠিত শুক শারিকা প্রভৃতি পক্ষি
গণের সুস্বর শ্রবন করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতি

স্ত্রীগন সহিত বাক্ চাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্নে ইতিহাস পুরানাদি শ্রবনোত্তর সেনাঙ্গ বীন ভাণ্ডারাদি অবলোকন সেই সেই বিষয়ের অধ্যক্ষেরদের সহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে বেদোক্ত নিত্য ক্রিয়া করিয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রার্থানুশীলন করিয়া পরিহাসকেরদের সহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাৎকার করিয়া অনিষিদ্ধ শৃঙ্গার রসানুভব করিয়া তরুনোদয় কাল পর্য্যন্ত সুখ নিদ্রাতে যাবজ্জীবন প্রত্যহ এই রূপে কাল যাপন করিতেন। ইতি মধ্যে এক দিবস রাত্রিযোগে নিদ্রা কালে অনিষ্ট সূচক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে পণ্ডিতেরদিগকে শুনাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ এ অনিষ্ট সূচক দুঃস্বপ্ন বটে না জানি কি অনিষ্ট হইবে। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্য শুনিয়া মনেং বিচার করিলেন মৃত্যু অবশ্য ভাবী স্ত্রী পুত্র বিত্তাদি সাংসারিক সকল বিষয় জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য মারণেস্তর কেহ কাহার নয়

কেবল ধর্ম্ম পরলোকে উপকারক হন অতএব সৎপুরুষের সংসারাসারতা নিশ্চয় পূর্ব্বক ধর্ম্ম সঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য যেমন কৃপনেরা ধন সঞ্চয় করে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত যাবদ্ধন ভাণ্ডার মুক্তদ্বার করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যাহার যে অভীষ্ট সে তাহা রাজ ভাণ্ডারহইতে লইয়া যাওক। এই ঘোষণাতে নানা দেশীয় দরিদ্র লোকেরা আসিয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত যাহার যে মনে লইল সে তাহা লইয়া গেল। দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য ঈদৃক্ ছিল অতএব তিনি এ সিংহাসনে বসিতেন সম্প্রতি এতাদৃশ রাজা কেহ নাহি কেবল তুমি এমত নয়। এই মতে সে দিবস শ্রীভোজরাজ নিবৃত্ত হইলেন।—

ইতি দ্বাবিংশতিতমী কথা।—

ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে। পস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য শৌর্য্য বৈর্য্য ঔদার্য্য যাহার হয় সে এ সিংহাসনে বৈসে। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যাদি কি রূপ। পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শুন অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ নগরে ধনপতি নামে ত্রিংশৎ কোটীশ্বর এক বনিক্ থাকেন তাহার চারি পুত্র। ঐ বনিক্ আপন মৃত্যু সময়ে চারি পুত্রকে কহিলেন হে পুত্রেরা তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা বিভক্ত কদাচ হইবা না সহবাসের গুন বিস্তর ইতরেতর সাহায্যে ক্ষুদ্র লোকেরাও অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে যেমন তৃণ সমূহ

একত্র হইয়া দৈবী বৃষ্টি নিবারণ করে এ তৃণেরা বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে না পরন্তু ঐ বৃষ্টির জলে আপনারা ভাষিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল যদি দৈবাৎ সম্মিলিত হইয়া থাকিতে না পার তবে আমার শয়ন স্থানে তোমারদের নামাঙ্কিত করিয়া চারি কলস পুঁতিয়া রাখিয়াছি আপন আপন নামানুসারে লইবা। এই রূপ পুত্রেরদিগকে শাসন করিয়া বনপতি দেহ ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎ কালানন্তর বনিক্ পুত্রেরা পরস্পর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়া স্বস্বনামচিহ্নিত চারি কলস মৃত্তিকাহইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন জ্যেষ্ঠের কলসে মৃত্তিকা দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার তৃতীয়ের কুম্ভে অস্থি চতুর্থের কলসে তুষ ইহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেক বিচক্ষণ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার অভিপ্রায় কহিতে কেহ পারিলেন না। এই রূপে অনেক দিবস পর্য্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া দুঃখেতে কাল যাপন করিলেন। এক দিন ঐ চারি

বনিক্ পুত্রেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সভাতে গিয়া সভ্য লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তত্রাপি ফলসের তত্ত্ব নিরূপন হইল না কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান নগরে দুই ব্রাহ্মণ থাকেন তাহারদের এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী তাহাকে পাতালহইতে এক নাগপুত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত গর্ব্ভবতী হইলেন তাহার ভ্রাতা দুই জন বিধবা ভগিনীর গর্ব্ভ দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া দেশান্তরে গেলেন ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছু দিনের পর এক পুত্র প্রসব হইলেন তাহার নাম শালবাহন ঐ শালবাহন আপন মাতার সহিত এক কুম্ভকার গৃহে থাকেন। তিনি সেই ঘটচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত শ্রবন করিয়া প্রতিষ্ঠান নগরস্থ রাজ সভাতে আসিয়া কহিলেন হে সভ্যবর্গ এ ঘটচতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপন আমি করিব। ইহা শুনিয়া সকল সভ্য লোকেরা সে নাগপুত্রের মুখ নিরীক্ষন করিতে লাগিলেন। বালক কহে মৃত্তিকা পুরিত ঘট যাহার নামে ভূমি বিন তাহার। অঙ্গার পুরিত

কুলস যাহার নামে স্বর্ণ রজত কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীশক লোহ কাংস্য বীতুদব্য তাহার। অস্থি পুরিত কুম্ভ যাহার নামাঙ্কিত তাহার হস্তি ঘোটক গো মহিষ ছাগ মেষ দাস দাস্যাদিরূপ দ্বিপদ চতুষ্পদ ধন। তুষ পুরিত গর্গরী যাহার নামে ধান্য যব গোধূম কলাই মুদ্গ চণক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্য ধন তাহার। নাগ পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হইয়া পিতৃ কৃতাংশানুসারে স্বস্ব ভাগ লইয়া পরম সুখে কাল ক্ষেপন করিলেন। নাগ পুত্র কৃত নির্ণয় লোক পরম্পরাতে শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া নাগপুত্র আনয়ন নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শালবাহন আইলেন না কহিলেন বিক্রমাদিত্যের নিকট যাওনের কি প্রয়োজন যদি তাহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটে কেন না আইসেন। দূতেরা এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ গিয়া কহিল। রাজা বালকের এই বাক্যে বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর

ঙ্গিনী সেনা পরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বয়ং প্রতি
ষ্ঠানপুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি শালবাহন
রাজা সম্ভাষার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকটে আই
লেন না। শ্রীবিক্রমাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় লোক
প্রেরণ করিয়া শালবাহনের পুরী ও গৃহ রোধ
করিলেন। তদনন্তর শালবাহন স্বগৃহাবরোধ
দেখিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি
স্বপিতৃপ্রভাবে সজীব করিয়া যুদ্ধার্থে আজ্ঞা দি
লেন শালবাহন সৈন্যেরা শ্রীবিক্রমাদিত্য সৈন্যের
সহিত অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার যুদ্ধ
করিলেন তথাপি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তৎ
সৈন্যেরা ভগ্ন হইলেন না। এক দিবস রাত্রি
যোগে শালবাহনের পিতা পাতাল পুরস্থ নাগপুত্র
আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দং
শিয়া বিষজ্বালাতে মূর্চ্ছিত করিয়া গেলেন। শ্রীবি
ক্রমাদিত্য স্বকীয় সকল সেনাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া

অমৃত সেচনে সৈন্যেরদের জীবনার্থ নাগরাজ বাসুকির যত্ন জন্য করিলেন বাসুকি তুষ্ট হইয়া রাজাকে অমৃত দিয়া গেলেন। রাজা ঐ অমৃত লইয়া স্বসৈন্য বাঁচাইতে যাইতেছেন পথি মধ্যে শালবা হন পুরোহিত পুরুষদ্বয় রাজার সম্মুখে আসিয়া ঐ অমৃত প্রার্থনা করিল। শ্রীবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই দিব। অতএব স্বনিয়ম ভঙ্গ ভয়ে ঐ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন। মহতের মহত্ত্ব এই যে স্ববাক্যের অন্যথাচরণ কদাচ না হয় এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য একাকী পথিমধ্যে চিন্তা করিলেন শুভকর্ম্ম করণার্জ্জিত পুন্যবলে পুরুষ দুস্তর বিপৎ সাগর তরে এই শাস্ত্রের প্রমাণ আছে অতএব ধর্ম্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন রাজা এই ভাবনা করিতেছেন। ইত্যবসরে পাতালনগরী হইতে বাসুকি স্বয়ং আসিয়া অমৃত বৃষ্টি করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন সৈন্যেরা সুপ্তোত্থিত প্রায় কোলাহল

করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যের
দের জীবন দানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকল সেনা
সহিত স্বপুরীতে আইলেন। অন্যোন্য প্রভাবে
অন্যোন্য বিস্মিত হইলেন। অতএব কহি হে
ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য অনুপম এতা
দৃশ ঔদার্য্য যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিং-
হাসনে বসিতে পার। ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার
এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ তদ্দিবসে শিথিলা
ভিলাষ হইলেন।—

ইতি ত্রয়োবিংশতি কথা।—

চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার এক দিবস চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসনারোহণ নিবারণ কারণ শ্রীভোজরাজকে কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য প্রজা পুত্তি পালক যে রাজা হইবে সে এ সিংহাসনে বসিবে। রাজা কহিলেন সেই বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কীদৃশী। পুত্তলিকা কহিল শুন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য মন্ত্রিগন পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থানে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে কেরল দেশীয় জ্যোতিঃ শাস্ত্রবক্তা পণ্ডিত সভাতে আসিয়া বিবিধ গদ্য পদ্য বাক্যপ্রবন্ধে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজদত্তাসনে বসিলেন। রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত তুমি কোন২ শাস্ত্রে জ্ঞান বান্। পণ্ডিত কহিলেন আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্ঞানবান্ রাজা কহিলেন বল এই বৎসরে আমার

রাজ্যে কি হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা কহিলেন আমার দেশে নীতিশাস্ত্রে লঙ্ঘন কদাচ নাহি অন্যায়ের অঙ্কুর মাত্রও নাহি পরপীড়ন স্বপ্নেতে ও নাহি পুন্য কর্ম্মানুষ্ঠান ভঙ্গ কদাচিৎ নাহি এবং ব্রাহ্মন হিংসা পুজা কলহ নিরপরাধি দণ্ড অসৎ নিরূপন পাপ প্রবৃত্তি দেবতা পুজিয়া ভঙ্গ সাধু জন মনস্তাপ শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে কখনও নাহি তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যে সকল আজ্ঞা করিলেন সে প্রমান বটে কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই প্রমান রোহিনী শকট ভেদ করিয়া শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্র ক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গল ক্ষেত্রে আইসেন তবে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হয় আমি এই শাস্ত্র প্রমানানুসারে কহি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া প্রজার রক্ষণার্থ দুর্ভিক্ষ নিবারন নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন বিধিবিধি যজ্ঞ জপ পুজা দানাদিরূপ স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া ব্রাহ্মন দ্বারা করিলেন তথাপি বৃষ্টি হইল না

স্বদেশে কোন শস্য জন্মিল না প্রজালোকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল রাজা অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এই সময় আকাশবাণী হইল হে বিক্রমাদিত্য সকল রাজলক্ষণযুক্ত এক পুরুষ যদি বলি দিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে। রাজা এই দৈবী আকাশবাণী শুনিয়া যত্নহস্ত হইয়া প্রজার রক্ষনার্থে আপনাকে বলি দিতে প্রস্তুত হবা মাত্রে মেঘাধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ তুমি বড় প্রজার পালক রাজা বট আমি প্রসন্ন হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন এ দেশে যেন দুর্ভিক্ষ না হয় এই বর দেও। দেবতা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি মালব দেশে দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি হয় না। চতুর্বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ ভগ্নাশ হইলেন।

ইতি চতুর্বিংশতি কথা।

পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহনোদ্যত ভোজ রাজকে নিবারণ করিয়া পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য না হইলে কেহ বসিতে পারে না। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। পুত্তলিকা কহিল শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য সাহসাদি প্রযুক্ত সুযশাতি দেবলোক পর্য্যন্ত হইল স্বর্গের দেবতারা পরস্পর কথোপকথনাবসরে প্রায় শ্রীবিক্রমাদিত্যের যশোবর্ণন করেন। এক দিবস সকল দেবাধিরাজ শ্রীযুত ইন্দ্রদেব দেবতা মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র রত্নময় সিংহাসনোপরি বসিয়া দেবতারদের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন সম্প্রতি পৃথিবী মণ্ডলে সর্ব্বপ্রাণির হিতৈষী সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণ নিরপেক্ষ্য

পরপ্রাণ রক্ষক সুবিচার্য্যকারী দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাহি। ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া সভাস্থ যাবদ্দেবতার মধ্যে দুই দেবতার অসম্ভাবনা বুদ্ধি হইল ঐ দুই দেবতা ইন্দ্রকৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রশংসা প্রামাণ্য প্রামাণ্য নিশ্চয় করন অবন্তী নগরে আইলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য আস্কন্দিত বৌরিতক রেচিত বল্গিত প্লুত এই পঞ্চ প্রকার গমনে নিপুন ঘোটকোত্তমে আরোহন করিয়া একাকী নগর প্রান্তোপবনে ভ্রমন করিতেছেন। ইতি মধ্যে ঐ দুই দেবতার মধ্যে এক দেবতা জীর্ণ গোরূপ ধারন করিলেন অপর দেবতা প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র রূপ ধারন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র দেখিয়া ঐ জীর্ণ গৌ স্বমৃত্যু ভয়ে পলায়ন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র পশ্চাৎ২ ধাবন করিলেন গৌ আসিয়া পুস্করনীতে পড়িয়া পঙ্ক লগ্ন হইয়া থাকিলেন। তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য ভ্রমন করিতে২ তথাতে উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গৌ অদূরে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া অত্যন্ত

ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে২ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহুঃ হম্বা রব করিতে লাগিলেন। রাজা এতাদৃশাবস্থা দুষ্ট গৌকে দেখিয়া ঝটিতি অশ্বহইতে অবরোহন করিয়া দক্ষিণ হস্তে যত্ন ধারণ করিয়া বাম হস্তে গৌকে ধরিয়া সরোবর মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদি গৌকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া আমি যাই তবে এ গৌ জীর্ণা পলায়ন করিতে পারিবে না অনায়াসে ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইবে যদি গৌকে ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিতে যাই তবে রাত্রি আগত প্রায় এ গৌ পঙ্ক পতনে গতিশক্তিহীনা হইয়াছেন যদি অন্য কোন হিংস্রক জন্তু আসিয়া নষ্ট করে। এই রূপ সন্দেহে রাজা গৌকে ধরিয়া খড়্গহস্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি হিম বাত জলধারা সহ্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাড়াইয়া থাকি

লেন। প্রভাত সময়ে ঐ দুই দেবতা মায়াকৃত গোরূপ বাঘ্র রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারন করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহারাজা ধিরাজ বিক্রমাদিত্য তোমার দয়ালুতা পুযুক্ত পরম ধার্ম্মিকতা কি পর্য্যন্ত ইহা জানিবার কারন আমরা দুই দেবতা মায়াতে এ রূপ ব্যবহার করিলাম বুঝিলাম যেমন দেবতারা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সারভাগে চন্দ্র মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা তোমার কি প্রশংসা করিব। আমারদের রাজা ইন্দ্রদেব সভামধ্যে প্রায় সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করেন কিন্তু এত দিনে তাহার প্রামান্য নিশ্চয় হইল অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন আপনকারদের প্রসাদে আমার প্রার্থনীয় কিছু নাহি সর্ব্ব সম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে প্রার্থনাকৃত লাঘব কেন স্বীকার করিব। দেবতারা কহিলেন আমারদের দর্শন

নিরর্থক হয় না অতএব প্রার্থনা ব্যতিরেক তোমা
কে এই এক কামধেনু দিলাম যখন যাহা তোমার
অভিলষিত হইবে তাহা এই কামধেনুকে প্রার্থনা
করিলে হইবে এই রূপে দেবতারা রাজাকে কাম
ধেনু দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ঐ কামধেনু
লইয়া আসিতেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র রাজার
নিকটে ভিক্ষা করিল রাজা ঐ কামধেনু দরিদ্রকে
দিয়া স্বরাজধানী আইলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চ
বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে
ক্ষিরিয়া আইলেন।

ইতি পঞ্চবিংশতি কথা।

ঘত্রিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অপর মুহূর্ত্তে সিংহাসন নিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ঘত্রিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে যে বিক্রমাদিত্য বসিতেন তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য পৃথিবী মণ্ডলাবলোকনার্থ ইতস্ততো ভ্রমন করিতেং অপূর্ব্ব রমণীয় এক দেবতাযতনে গিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক পুরুষ আসিয়া রাজার নিকটে বসিয়া বিবিধ প্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া স্বান্তঃকরণে পরামর্শ করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি ধূর্ত্ত হইবে নতুবা এতাদৃশ বাগাড়ম্বর কেন। সৎ পুরুষের এমত স্বভাব নয় যে বৃথা বাগাড়ম্বর করে এ ব্যক্তি নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেছে অতএব অবশ্য আত্যন্তিক ধূর্ত্ত বটে। ইহার এই দৃষ্টান্ত

সারহীন পদার্থ কাংস্য যাদৃশ শব্দ করে তাদৃশ শব্দ সুবর্ণ করে না অতএব এই নিশ্চয় যে অনেক কথা কহে সে সারহীন বটে। রাজা এই রূপ পরামর্শ করিয়া ঐ পুরুষের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আলাপও করিলেন না। সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কাল বসিয়া আপন স্থানে গেল। পুনর্ব্বার পরদিবস এক কৌপীন ধারণ করিয়া শুষ্কবদন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন কহ এ কি। কল্য উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলা অদ্য জীর্ণ মলিন কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। পুরুষ কহিল হে মহারাজ শুন আমি দ্যূতকার অদ্য দ্যূত ক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া কৌপীন মাত্রাবশেষ হইয়াছি। রাজা শুনিয়া মন্দং হাস্য করিয়া কহিলেন বটে হবে দ্যূতকারেরদের এই রূপ গতি যে ব্যক্তি দ্যূত ক্রীড়াতে বিনা ইচ্ছা করে এবং যে লোক পর সেবক হইয়া মর্য্যাদা ইচ্ছা করে এবং যে তৃণ

ভিক্ষা বৃত্তিতে ভোগ ইচ্ছা করে এ সকল লোক দৈব বিড়ম্বিত নির্ব্বুদ্ধি শিরোমনি রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ দ্যূতকার দ্যূত নিন্দা সহিতে না পারিয়া কহিলেন বটে বলিতেছ ভাল কিন্তু বুঝি দ্যূতক্রীড়াসুখ তুমি কখন অনুভব কর নাহি অতএব তোমার এ বাক্য নপুংসক পুরষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীসম্ভোগ নিন্দা বাক্য প্রায়। দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া রাজা কহিলেন হে দ্যূতকার তুমি নিতান্ত ঈশ্বর বিড়ম্বিত যে হেতু আমার উপকার মাত্রার্থ সুহৃজ্জন ন্যায় হিত বাক্যে তোমার নিতান্ত অহিত বুদ্ধি হইল কিন্তু এ বড় দুঃখ মনুষ্য দেহ ধারনে সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা সদ্ধর্ম্ম সৎ কর্ম্ম না করিয়া মিথ্যা সুখার্থে অনর্থ হেতু দ্যূতক্রিয়া করনে পুরুষ বৃথা আয়ুঃ ক্ষেপণ করে। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিল হে মহারাজ যদি তোমার আমার উপকার করনে তাৎপর্য্য থাকে তবে আমার এক কার্য্য করিবা প্রতিশ্রুত হও রাজা

কহিলেন যদি তুমি অদ্য প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ
কর তবে তোমার যে কার্য্য আমাহইতে হয় তাহা
অবশ্য করিব প্রতিশ্রুত হইলাম। রাজার এই
বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য
সিদ্ধ পুরুষ শুন সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের ওপরে
এক দেবতার মন্দির আছে সে দেবতার নাম
মন্ত্রসিদ্ধি ঐ মন্দিরের চূড়ার ওপরে আকাশ
গঙ্গা জল পূরিত সুবর্ণ কুম্ভ আছে ঐ সুবর্ণ
কুম্ভহইতে জল আনিয়া মন্ত্রসিদ্ধি দেবতার পূজা
করিয়া স্বশিরো বলি যে দেয় তাহার প্রতি ঐ
দেবতা প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত সিদ্ধি বর দেন
কিন্তু এ কর্ম্ম করা বড় দুষ্কর তুমি যদি এ কার্য্য
করিতে পার তবে দেবতাহইতে যে বর পাইবা
সে বর আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবা তুমি এ
কার্য্য করিলে আমি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করিব।
রাজা দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষনে
যোগপাদুকারোহন করিয়া সুমেরুশৃঙ্গে গিয়া দেব
মন্দিরোপরি স্থিত স্বর্ণ কলসস্থ জলাহরণ করিয়া

মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া স্বশিরোবলিদানার্থোদ্যত হবা মাত্রে দেবতা প্রসন্ন হইয়া যথাভিলষিত সিদ্ধি বর রাজাকে দিলেন। রাজা সেই বর দ্যূতকারার্থ গ্রহন করিয়া দ্যূত কারের নিকটে আসিয়া দ্যূতকারকে দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করাইয়া দেব প্রসাদলব্ধবর দিয়া স্বরাজ ধানীতে আইলেন। দ্বাত্রিংশত্তি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি আপনাকে এ রূপ বুঝ তবে এই সিংহাসনে বৈস নতুবা বসিলে তোমার ভাল হবে না। এই কথাতে শ্রীভোজ রাজ সে দিবস বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

ইতি দ্বাত্রিংশত্তি কথা।—

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনারোহণহইতে নিবারণ করিয়া কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের ছিল তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য দেশ ভ্রমণ করিতেছেন পথিমধ্যে পথিক কএক লোক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিল হে মহারাজ পুর্ব্ব দেশেতে বেতালপুর নামে এক পুরী আছে সেই পুরীতে শোনিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন সেই দেবীর স্থানে প্রত্যহ নরবলি হয় আমরা পথশ্রান্ত সেই দেশে গিয়াছিলাম বলার্থ আমারদিগকে তদ্দেশীয় রাজ লোকেরা বলাৎকারে ধরিয়াছিল আমরা আপুবর্ব্বলে কোন প্রকারে পলাইয়া প্রাণ পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তদ্দেবী বিলো

নার্থ বেতালপুরে গিয়া তদ্দেশীয় রাজলোকের দিগ
কে দেখিয়া বিক্রমোপদেশ করিলেন যে হে লোকেরা
তোমারদের এ কোন ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহা
প্রাণি মনুষ্য বলি দেবীকে দেও সংসারে এ
বলিদান তুল্য সুখ কত দিন ভোগ করিবা এ
মহাপ্রাণি হিংসা জন্য পাপেতে অনেক কাল
পর্য্যন্ত যে নরক ভোগ করিবা এ জ্ঞান তোমারদের
নাহি আর তোমারদের সে দেবতা বা কেমন যে
মনুষ্য হিংসাতে তুষ্ট হইয়া তোমারদিগকে বর
দান করেন সে দেবতার দেবত্বকে ধিক্ যে নর
বলি গ্রহণ করে। এই রূপে তদ্দেশীয় লোকের
দিগকে পবিত্র ভর্ত্সন করিয়া তদ্দেবীর মন্দিরে
আসিয়া দেখেন যে কতক লোক এক পুরুষকে
স্নান করাইয়া রক্তবস্ত্র রক্তচন্দন রক্তপুষ্প মালাতে
ভূষিত করিয়া বলিদান নিমিত্ত আনিতেছে।
শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ লোকেরদিগকে দেখিয়া কহিলেন
অরে দুষ্ট পাপাত্মারা এ পুরুষকে এইক্ষণে ত্যাগ
কর এ মৃত্যু ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে যদি

তোমাদের নরবলি হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় তবে আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে আপনি বলি দি তেছি কিন্তু আমার সাক্ষাৎ মরণ ভয় কাতর নরকে কদাচ বলি দিতে পারিবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া তল্লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হই য়া কহিল হে মহাসাত্ত্বিক পরম ধার্ম্মিক তুমি কে আমরা এমন লোক দেখি নাহি যে নিঃস ম্বন্ধ লোকের প্রাণ রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণ বত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। গৃহদাহ কালে নানা দুঃখোপার্জ্জিত বিবিধ প্রকার ধন পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী পণ্ডিত ধার্ম্মিক পুত্র প্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে তথা হইতে পলায়ন করে তুমি অজ্ঞাত কুলশীল দেশোদাসীন পুরুষ রক্ষার্থে অতি প্রিয়তম প্রাণ ত্যাগোদ্যত হইলা অতএব তোমার তুল্য পরোপকারক দুর্ল্লভ। রাজাকে এই বাক্য কহিয়া বলিনিমিত্তানীত পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য কৃতনিত্যক্রিয়া হইয়া যত্ন লইয়া

আত্মবলিদানোদ্যত হইবামাত্র তদ্দেবী প্রসন্না হইয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুষ্টাস্মি বরং বৃনু। রাজা কহিলেন হে দেবি যদি তুষ্টা হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও এই লোকেরা যদভিলাষে বলি দিতে আসিয়াছিল তাহারদের তদভিলাষ সিদ্ধি হওক আর অদ্য প্রভৃতি নরবলি তুমি কখন গ্রহন করিবা না এই দুই বর আমাকে দেও। দেবী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন সেই দিবস অবধি সে দেবীর আর নর বলি কখন হইল না শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বস্থানে আইলেন। শ্রীভোজরাজ সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া সেই দিবসও বিরত হইলেন।

ইতি সপ্তবিংশতি কথা।

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনারোহণ নিবারণার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করিল হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস সামুদ্রক শাস্ত্র তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথি শ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থে নগর প্রান্তে বৃক্ষ মূলে বসিয়াছেন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ চিহ্ন দ্বারা সামুদ্রক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান বলে যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন ঐ পণ্ডিত তথাতে ধূলির উপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্ন বিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া মনো মধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরন পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজা হয় অতএব এই পদ চিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগর প্রান্তে

গমন করিবে এই সন্দেহেতে ব্যাকুল চিত্ত হইয়া বসিয়াছেন। ইতি মধ্যে এক সুদরিদ্র মস্ত কোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্ব দৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার পুকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাহি কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে এপদচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র। এই ভাবনাতে বিষন্নবদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়া আছেন ইতি মধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা উপস্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিষন্নবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে এথা বা কেন বসিয়া আছ বিষন্নবদন বা কেন। পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রক শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু পদ্মাঙ্কিত দক্ষিণ চরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া শাস্ত্রার্থ বিসম্বাদ প্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে

আসিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মাঙ্কিত চরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা আছে। পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে। রাজা কহিলেন তাঁর কি নাম। পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তাহার আকার প্রকার এই রূপ রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূত দ্বারা অন্বেষন করিয়া ঐ পুরুষকে সমক্ষাৎ আনাইলে পণ্ডিত যে রূপ কহিয়াছিলেন সেই রূপ প্রত্যক্ষতো দেখিয়া রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত সামান্য বিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থাবধারণ হইতে পারে না অতএব তুমি বিলক্ষণ রূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনহ পূর্ব্ব কুলক্ষণ অবশ্য আছে যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি রাজার এই বাক্য শুনিয়া

শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষন থাকিলে রাজা অবশ্য হয় এ সামান্য শাস্ত্র তালুযুলাদিতে কাকপাদ চিহ্নাদি থাকিলে নানা প্রকার রাজলক্ষনকেও নিরর্থক করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের তালুযুলেতে কোন ওপায়ে কাকপদচিহ্ন প্রস্তুত দেখিয়া সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝিলাম তুমি সামুদ্রিক শাস্ত্রার্থ তত্ত্ববেত্তা বট কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষন আছে। পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলোকন পুনঃপুনঃ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে কোনহ রাজচিহ্ন দেখিতে পাই না। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের শরীরে ব্যক্ত সুলক্ষন না থাকে কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষন থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যন্তরে

কবর্বুরমন্ত্র জাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষন ও সুলক্ষনাভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষনের ফল হয় অতএব বুঝি আপন কার শরীরাভ্যন্তরে কবর্বুর মন্ত্র জাল নামে চিহ্ন থাকিবে। রাজা এই কথা শ্রবন করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ কারন ক্ষুর হস্তে লইয়া বামপার্শ্ব বিদারন করিতে ওদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করা ওপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্যদ্বারাই প্রত্যক্ষ হয় যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসারকপ কার্য্যদ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষবৎ প্রমান সিদ্ধ হইয়াছেন। তোমারও যাবৎ সুলক্ষনের ফল সকলেরি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কবর্বুর মন্ত্র জাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীর বিদারন করিয়া তৎ প্রত্যক্ষে কি প্রয়োজন। পণ্ডিতের এই বাক্য

শুনিয়া শাস্ত্রার্থ সং-শয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারণ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। অষ্টাবিং-শ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতা দৃশ সাহসশালী যে রাজা হয় সে এ সিং-হাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইত্যষ্টাবিং-শতি কথা।—

ঊনত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রী বিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতি হাস কহি শুন এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারিকে কহিলেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবন করিয়া অনেক দূর দেশহইতে রাজ সাক্ষাৎকার করন আসিয়াছি রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন কর। দ্বারি বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবন করিয়া রাজনিবেদকের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজনিবেদক রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিয়া অনুমত্যনুসারে বৈতালিককে রাজ সাক্ষাৎ আনিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন।

বৈতালিক শতং স্বর্ণযাষ্টিক কর্তৃক সাবধানী কৃত হইয়া রাজসভা প্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজসভা বিন্যাস পরিপাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন বিবেচনা বিচক্ষন শতং বীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানা বিদ্যা বিখ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিত বর্গবেষ্টিত শ্বেতবচামর বীজিত বিবিধ রত্ন খচিত স্বর্ণ রাজদণ্ড শ্বেতচ্ছত্রোপসেবিত এতৎ সিংহাসনোপরিস্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি মন্ত্রি প্রভৃতিরদের সঙ্গে সাবধান পূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই। বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবন করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক রাজাজ্ঞা পাবামাত্রে এক হস্তে যষ্ট অপর হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীর কর গ্রহন করিয়া এক পুরুষ রাজার সাক্ষাৎ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ এ সংসারের

মধ্যে কেহো বলেন বিদ্যা সার বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না আমার মনে এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তি বাহুল্য এই দুই সার অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারন আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিক প্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাবা উপযুক্ত নয়। অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না অতএব মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক সুজনের প্রায় পরজন রক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্ত্বিক জানিয়া আপন কার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধ স্থানে প্রস্থান করিব এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপনি নানা প্রকারে পরোপকার করিতেছেন আমার আগমন পর্য্যন্ত পরম যত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষন করিয়া আমার উপকার করুন। ঐ পুরুষের এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন তদনন্তর

রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া রাজ সাক্ষাৎহইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাৎকারে সভাস্থানহইতে আকাশ পথে গমন করিলেন ঐ পুরুষ অদৃষ্ট হবাপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎ কালানন্তর যোদ্ধার দের সিংহনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ প্রায় হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া রাজা ও সভাস্থ যাবল্লোক পুত্তলিকা প্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আছেন ইতি মধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্ন হস্তদ্বয় রাজসভাগ্রে পড়িল অনন্তর ছিন্নচরণদ্বয় পড়িল তদনন্তর কিঞ্চি দ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আত্মস্বামির ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক চীৎকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হয় আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয় তদ্বৎ

স্বামির সহিত ভার্য্যার সহগমন করা পরম ধর্ম্ম
অতএব আমি আপন স্বামির সহগামিনী হইব
চিতাদি সং-যোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।
এই বাক্য শ্রবন করিয়া অত্যন্ত করুনার্দ্রচিত্ত
হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীব লোকের সম্বন্ধ
জীবনাবধি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে
ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন
তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ
লোকের কারন দেহ ত্যাগ করা কোন ধর্ম্ম অত
এব সং-প্রতি তোমার এই কর্ত্তব্য যদি তোমার
বিষয় বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয়
করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভিলাষ
থাকে যে সৎ-পুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে
স্বামিভাবে ওপগতা হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ
কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন
দুঃখ পাইবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ
পতিব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধ
র্ম্মাবতার অতএব আপনকার ধর্ম্ম সং-স্থাপনই কর্ত্তব্য

স্বাভাবিক কামকার ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাচরণ
করিতে পারিলেও পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা হয় বটে
কিন্তু এই মনুষ্য শরীরে কামাদি প্রবল শত্রু বিবে
কাদি সদ্বিদ্যাভ্যাসাদি যত্ন সাধ্য অস্থির অতএব
শাস্ত্র সিদ্ধ বৈধব্য ধর্ম্ম রক্ষা অতিকৃচ্ছ্র সাধ্য।
বৈধব্য ধর্ম্ম স্খলন সহজ এবং যেমন স্বাম্যুপার্জ্জিত
ধনাদিতে ভার্য্যার স্বত্ব তদ্বৎ স্বামি মরণেতে
ভার্য্যার মরণ এবং হে মহারাজ বিবাহ কালে
অগ্নি সাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ভার্য্যার
স্বামী শরীরাভেদ এই প্রতিজ্ঞা করণে বিবাহ
সিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তি রূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তি
ব্যতিরেকেও থাকেন কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে
কদাচ থাকেন না ইহার দৃষ্টান্ত এই মণিমন্ত্র মহৌ
ষধাদি সহকৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে
থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন
থাকেন না এবং হে মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ
আছে যে যদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত
তাহার প্রীতির আত্যন্তিকতা অতএব মহারাজ

লোকতঃ শাস্ত্রতো ন্যায়ত অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারণ করেন কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয়ে মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্যের বারণ বৃথা হয়। যেমন নীচাভিমুখ প্রবল জলপ্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিষ্ফল হয়। মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিলা এ সকল প্রমান বটে আমি যে অপ্রামানিক বাক্য সকল কহিয়াছি সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ। রাজা পতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া চিতাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন সেই স্ত্রী নিদাঘ কালে গ্রীষ্মোত্তপ্ত তনু যেমন সুশীতল জল মধ্যে প্রবেশ করে তদ্বৎ স্বামির উদ্দেশ দেদীপ্যমান চিতাগ্নি কুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সভাস্থ যাবল্লোক সহিত রাজা ঐ স্ত্রীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর

স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরধারা পরিবৃতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভ্য লোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হওক স্বদেশে গমন করি। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রিদের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রি বর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থান হইতে গমনের কিঞ্চিৎ কালের পর তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমারদিগের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল। তোমার স্ত্রী সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিয়া মহারাজের বারন না শুনিয়া সহমরন করিয়া

জেন চিতাভূমি পুত্তাক্ষ দেখ গিয়া। ঐ পুরুষ
মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কালে মৌনা
বলম্বন করিয়া দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া
রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা
আপনকার পরমধার্ম্মিকতাদি গুন প্রশংসা যত
করে সে সকল কি আমার অদৃষ্ট দোষে মিথ্যা
হইল তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার
অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া কৌতুক করেন
তবে সে কৌতুক কর্ত্তব্য নহে আমি অনেক ক্ষন
অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যন্ত
ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া
কহিলেন যে এ কৌতুক নয় প্রমান বটে। পুরুষ
কহিলেন মহারাজ তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্য্যন্ত
তাহা বুঝিলাম সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে
হয় দিওন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিওন। রাজা
এই বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকতা ব্যাঘাত ভয়ে
আপনি তৎক্ষনে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পট্ট
মহিষীর কর গ্রহন করিয়া সভা স্থানে উপস্থিত

হইয়া দেখেন সে পুরুষ নাই। ইত্যবসরে সেই বৈতালিক রাজ সাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন - হে মহারাজাধিরাজ আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে মায়া বিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা মহারাজ শুৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন রাজা বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতো মধ্যে পাণ্ড্য দেশ রাজপ্রেরিত নানা বিধ বিন সঞ্চয় শত২হস্তি ঘোটকাদি উপঢৌকন সামগ্রী রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইল। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্ম ভীরু সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন।—

ইতি ত্রিংশ কথা।—

ত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার অন্য এক দিবস শ্রীভোজরাজকে ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতৎ সিংহাসনোপবেষ্টা শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যো পাখ্যান শুন অবন্তী পুরীতে শ্রীদত্ত নামে এক মহাজন ছিলেন তাহার এত ধন ছিল যে তিনি আপন ধনের পরিমান আপনি জানিতেন না ঐ মহাজনের পুত্র সোমদত্ত নামে এক প্রাসাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া পুষ্যার্ক যোগে প্রাসাদারম্ভ করিলেন। অনন্তর যে দিবস পুষ্যার্কযোগ হয় সেই দিবসেই ঐ প্রাসাদের নির্ম্মান করান অন্য দিবস প্রাসাদ গঠন ব্যাপার নিবারিত থাকে এই রূপে অনেক কালে প্রাসাদ প্রস্তুত হইল তদনন্তর শুভক্ষন

করিয়া সাধুপুত্র সোমদত্ত প্রাসাদ প্রবেশ করিলেন। রাত্রি যোগে ঐ প্রাসাদে পর্য্যঙ্কোপরি সাধু পুত্র শয়ন করিয়া আছেন এতন্মধ্যে ঐ প্রাসাদহইতে অকস্মাৎ পড়ি পড়ি এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে হইল। সোমদত্ত ঐ শব্দ শুনিয়া ভয়বিস্ময়াপন্ন হইয়া কোনহ রূপে তদ্রজনী যাপন করিলেন। পর দিবস সন্দিগ্ধ হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ আরম্ভাবধি তাবৎ প্রাসাদ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া প্রাসাদ করণে যত ধন ব্যয় হইয়াছিল তাহার দ্বিগুন ধন সোমদত্তকে দিয়া প্রাসাদ ক্রয় করিয়া রজনী যোগে প্রাসাদ মধ্যে শয়ন করিয়াছেন ইতি মধ্যে প্রাসাদহইতে পড়ি পড়ি শব্দ হইতে লাগিল। রাজা তদ্ধ্বনি শ্রবন করিয়া অতিশীঘ্র পড় এই বাক্য কহি লেন তদনন্তর ঐ প্রাসাদ মধ্যে সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত স্বর্ন বৃষ্টি হইল রাজার শয়ন প্রদেশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। প্রভাতে রাজা

যত স্বর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল সে স্বর্ণ সকল প্রাসাদ সহিত সোমদত্তকে দিয়া আপন সভাস্থানে আইলেন। ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজ রাজ যদি তুমি এতাদৃশ সাহসৌদার্য্যশালী হও তবে এ সিংহাসনে বস নতুবা বসিলে অমঙ্গল হইবে। এই বাক্যে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ পরা বৃত্ত হইলেন।

ইতি ত্রিংশ কথা।—

একত্রিংশ পুত্তলিকার কথা

পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থ সিং-হাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যে বিক্রম নৃপের এ সিং-হাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। এক দিবস স্নান সত্বগ্রামহইতে বানিজ্য করিবার কারণ এক বনিক্ পুত্র অবন্তী নগরে আসিয়া নগরস্থ লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে সমুদায় নিবেদন করিলেন হে পিতঃ অবন্তী নগরেএক আশ্চর্য্য দেখিলাম যাবদ্বিক্রেয় বস্তু পণ্যবীথি কাতে উপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয় অবশিষ্ট যাবদ্দ্রব্য বিক্রীত না হয় নগরের দুর্নাম ভয় সে দ্রব্য উপযুক্ত মুল্য দিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনি লন পুত্রের মুখ

হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবন করিয়া ঐ দুর্ত্ত বনিক্ দারিদ্র নামে এক লৌহময়ী পুত্তিমা নির্ম্মান করিয়া বিক্রয় কারন অবন্তী নগরের হট্টে ওপস্থিত হই লেন। গ্রাহকেরা ঐ দুর্ত্ত বনিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসিল এ কি দ্রব্য ইহাঁর মুল্য বা কি। গ্রাহ কেরদের এই বাক্য শুনিয়া বনিক্ কহিলেন এ পুত্তলিকার নাম দারিদ্র দশ সহস্র মুদ্রা ইহার মুল্য এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষনে যে ব্যক্তি গ্রহন করে তৎক্ষনে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শত্রুকে ইনি ওপগত হওন এই বাক্য কহিয়া সকলে পরাঙ্মুখ হইলেন। এই রূপে সমস্ত দিবস গিয়া সন্ধ্যাকাল ওপস্থিত হইল রাজকীয় দুতেরা রাজ সাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা স্ববাক্য প্রতিপালন কারন দশ সহস্র মুদ্রা মুল্য দিয়া ঐ লৌহময়ী দারিদ্র পুত্তিমা লইয়া

স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন। অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন হে মাতঃ রাজলক্ষ্মি আমার অপরাধ কি নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দারিদ্র যে স্থানে থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এই প্রযুক্ত আমি যাইতেছি রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যদি আপনি এই প্রযুক্ত যাইতেছেন তবে যাওন আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন তদনন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধাদি সাত্ত্বিক গুণ সকল এই রূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা স্ববাক্যহইতে চলিত হইলেন না। তৎপর সাক্ষাৎ সত্যগুণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা তাহাকে বিদায়

না করিয়া বিবিধ প্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন ও কহিলেন আমি তোমার নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর। সত্যাগুন কহিলেন আমি বিবেকাদির অনুগত বিবেকাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না অতএব হে মহারাজ তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না কর তবে যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র পুরুষ গ্রহন করিয়াছ সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশির ছেদন করিয়া এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে আমি তোমাতে থাকিব। রাজা এই বাক্য শুনিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞতা ভঙ্গ ভয়ে তৎপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খড়্গহস্ত হইয়া মস্তক ছেদন করিতে ওদ্যত হবা মাত্রে সত্যাগুন রাজার কর বারন করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার ধর্ম্ম নিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত এই জানিবার কারন আমি এই বাক্য কহিয়াছি বুঝিলাম তুমি পরমধার্ম্মিক ব্রট ধার্ম্মিক পুরুষান্তঃকরন আমার নির্বাসের

স্থান অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না তোমাতে থাকিলাম। তদনন্তর ক্রিয়দ্দিবসের পর ঐ সত্যাণ্ডনে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন। একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র। শ্রীভোজ রাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন।

ইত্যেকত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।—

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত শ্রীভোজরাজকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতদ্রূপ সিংহাসন উপবেশনশীল শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ গুণোপাখ্যান শ্রবণ কর। এক সময়ে অবগ্রহ যুক্ত পায় যাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মিবাতে সকল দেশের প্রজা লোকেরা শস্য মাহার্দ্য যুক্ত দুর্ভিক্ষ ব্যাকুল হইয়া বিচার করিলেন মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক তাহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাহি অতএব সে দেশে গিয়া সকলে প্রাণ রক্ষা করি। এই রূপ পরামর্শ করিয়া অন্য২ রাজ দেশহইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশে আইলেন। এই সম্বাদ শ্রীবিক্রমাদিত্য দূত মুখাৎ শুনিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্র আজ্ঞা দিলেন বিদেশাগত অন্নার্থির

যে স্থানে যে ভক্ষ দ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিবেন ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিবে যাহার যত টাকার দ্রব্য এতদর্থে ব্যয় হইবে সে তত টাকা আমার ভাণ্ডারহইতে পাইবে। এই রূপ ঘোষণাতে সকলে রাজাজ্ঞানুসারে সেই ব্যবহার করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্র লোকেরা আহারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পাইয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক কৃষিকর্ম্ম কখন করি নাহি ক্রীত শস্য যাত্রোপজীবী সম্প্রতি এক মুদ্রালভ্য শস্য শতমুদ্রাতেও পাই না এতন্নিমিত্ত সরকারে আমারদের প্রাণ রক্ষা হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য বিশিষ্ট লোকেরদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন ও মনো মধ্যে বিচার করিলেন যদ্যপি বিদেশাগত বুভুক্ষিতেরদিগকে বারণ করি তবে বাক্য মিথ্যা হয় যদি গ্রাহকেরদিগকে ক্রয়নার্থ নিবারণ করি তবে সর্ব্বোপকারিতা ব্রতভঙ্গ হয়। এই রূপ চিন্তান্বিত হইয়া পরমেশ্বরীর আরা

বীণা করিলেন পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন হে মহারাজ বর প্রার্থনা কর রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধ বাক্যপ্রবন্ধে দেবীর স্তব করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন। হে দেবি যদ্যপি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এই বর দেও আমার দেশের সকলের গৃহে অক্ষয় ভক্ষনীয় দ্রব্য হওক। দেবী তথাস্তু বলিয়া রাজার পরোপকারিতাধর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া রাজাকে চিন্তামনি নামে এক রত্ন দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা প্রজাবর্গেরদের স্বাস্থ্যে সুস্থান্তঃকরণ হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রি সামন্ত মহামাত্র প্রভৃতির সহিত বিচার করিয়া তীর্থযাত্রার কর্ত্তব্যতা নিশ্চিত করিয়া সামগ্রী সমবধানার্থ আজ্ঞা দিয়া বসিয়াছেন। ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপট সন্ন্যাসী দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণবাদী রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল। হে মহারাজ এ সকল

সামগ্রী সমবধান কি নিমিত্তে হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি তীর্থ যাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থযাত্রা করিলে বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থ তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্য ফলাকাঙ্ক্ষির স্বর্গ হয় ফলাভিসন্ধি রহিতের চিত্ত শুদ্ধ্যাদি পুনালীক্রমে তত্ত্ব জ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিলেন পুতারক কল্পিত মিথ্যা পুরাণেতে অজ্ঞানিরা নষ্ট হওক। কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান সারগ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে। পারমার্থিক জ্ঞানিদের যে কথা তাহা শুন যে অজ্ঞানি পুরুষেরা স্বর্গার্থে কর্ম্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম যে কর্ম্মের বিনাশ প্রত্যক্ষতো দেখে সেই বিনষ্ট কর্ম্মকে দেহান্তরে স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে। বিদ্বস্তু ক'রণ কখন কার্য্যের জনক হয় না যেমন দগ্ধ সূত্র পটের জনক নহেন অতএব স্বর্গ মিথ্যা

এবং এই যুক্তিতে নরকও মিথ্যা আর বর্ত্তমান দেহপাতোত্তর ভাবি দেহান্তর সম্বন্ধ আত্মার হয় এ কথা নিতান্ত অন্ধ পরম্পরা সিদ্ধ কথার ন্যায় অতএব আত্মার শরীরান্তর প্রাপ্তি মিথ্যা এ প্রযুক্ত স্বর্গও নরক মিথ্যা এবং অপ্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেও মিথ্যা দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন এ যে কথা গগনকুসুম প্রায় মহারণ্যস্থ বৃক্ষাদির ন্যায় স্বতঃস্থিত্যুৎপত্তি প্রলয়শালী সংসারের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা ঈশ্বর এই যে কল্পনা সে কল্পনা মাত্র অতএব প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্য বুদ্ধি সে অপ্রামাণিক কিন্তু অন্ধ গোলাঙ্গুলের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারণ অসদুপদেশ মাত্র। শ্রীবিক্রমাদিত্য চার্ব্বাকের এই রূপ নানা প্রকার বেদবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন অরে নাস্তিক তুমি যে এ সকল বাক্য কহ প্রত্যক্ষাতিরিক্তপ্রমাণ

নাহি এই স্থল মতাবলম্বনে অনুমানাদি প্রমাণ যদ্যপি না মান প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমান মান তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি দৈবাৎ অত্যন্ত বধির হন তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামাণ্য গ্রহ কি রূপে হয় যদি নাহি হয় তবে তাঁহার কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু লোকে দেখি তেছে এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপদেশও করিতেছে এবং আত্মব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে আর যদি কখন তুমি স্বশিরশ্ছেদন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখ তবে তুমি নিদ্রাভঙ্গোত্তর আপনাতে কি মৃত ব্যবহার কর কিম্বা জীবদ্ব্যবহার কর যদি মৃত ব্যবহার কর তবে তুমি বিলক্ষণ বিচক্ষণ বট যদি জীবদ্ব্যবহার কর তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ হইল অতএব তোমাকে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ অনুমান প্রমান অবশ্য মানিতে হইবে আর সম্প্রতি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি কি আকাশ পতিতাগত কিম্বা যৎকিঞ্চিৎ বং শজাত যদি বল আকাশপতিত তবে তুমি ওন্মত্ত

যদি বল যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত তবে তোমার
তদ্বংশজাতত্বে প্রমান কি ইহাতে বলিবা আমার
পূর্ব্ব পুরুষেরা অমুক বংশজাত ইহা আমি
প্রামানিক লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি অতএব
অনিষ্ঠাতেও তোমাকে প্রামানিক বাক্য রূপ শব্দ
প্রমান মানিতে হইল। এই রূপ যদি অনুমান
শব্দ প্রমান মানিলে তবে যাবৎ অনুমান সিদ্ধ
এবং শব্দ প্রমান সিদ্ধ যাবদ্বস্তু অবশ্য মানিবা
কিন্তু অন্ধ জরতীয় ন্যায় বৎ বাক্য উপযুক্ত
নয় সে সকল কথা যা হওক প্রতিনিয়ত দেশ
কাল কারণ জাত শুভাশুভকর্ম্মফল সুখ দুঃখ
আর শিল্পবর স্বপ্নাচিন্ত্য রচনাত্মক যে সংসার
ইহার কারণ পরমেশ্বরকে অবশ্য মানিতে হইবে
আত্মচিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝ ন্যূনাধিক্য ভাবে
বর্ত্তমান যে২ বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থান
অবশ্য কেহ আছে যেমন সরোবরে হ্রদ নদ
নদাদিতে ন্যূনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন
যে জল তাহার সীমাস্থান সমুদ্র তদ্বৎ

ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি
ন্যূনাতিরেকভাবে প্রানিবর্গে আছেন অতএব
ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তম গুণের সীমাস্থান কাহাকেও
বলিতে হইবে ইহাতে যাহাকে বলিবে অবশ্য
তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তৃ কার্য্য রূপে এবং কারণ রূপে
অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপার সাক্ষী
পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পানিহীন সর্ব্বগ্রাহী
নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা তিনি
সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে না তিনি
সর্ব্বত্র স্থিত কিন্তু সকলেরি দুর্লভ তাহার কেহ
আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দ মাত্র
স্বরূপ তাহার শক্তি দুর্ঘটঘটন পটুতরা অতএব
তাঁহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি
সকল জগতের মুল কারণ স্বরূপা অতএব
তাহাকে মুল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বর
শক্তি কার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন অতএব
ঈশ্বর শক্তিকে মহানিদ্রা করিয়া বলেন এতাদৃশ

শক্তি সহকারে নির্গুন নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দ যাঁর স্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুনক হন এব স্মৃতি পরমেশ্বর বিষয়ক আদর নৈরন্তুর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারন হন। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপে চার্ব্বাককে কহিয়া কহিলেন হে চার্ব্বাক সকল শাস্ত্রের হৃদয়ার্থ তোমাকে বলি শুন যেমন মাতা সন্তানের রোগ নিবৃত্তি নিমিত্ত কটু তিক্ত কষায়ৌষধি পান করাবার সময়ে সান্ত্বনা নিমিত্ত কহেন হে পুত্র ঔষধি পান করিলে তোমাকে মিষ্টমোদকাদি দিব এই রূপ ফল দর্শাইয়া ঔষধি পান করান তদ্বৎ মাতৃকপাশ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য রূপ রোগ নিবৃত্তি কারণ স্বর্গাদি রূপ ফল দর্শাইয়া ব্যায়য়াস সাধ্য কর্ম্ম কাণ্ডে প্রবর্ত্তান যেমন রোগ নিবৃত্তির ফল সুস্থতা তেমন কামাদিনিবৃত্তির ফল ঈশ্বরনিষ্ঠতা অতএব সকল কর্ম্ম কাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা হইল তাহার কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাহি যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা নাহি

তাহার কর্ম্ম মিথ্যাত্মক অতএব তুমি ঈশ্বর নিষ্ঠা না করিয়া পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে বৃথা কাল ক্ষেপন কেন কর। রাজার এই সকল বাক্য শুনা মহৌষধি পানে চার্ব্বাকের চিত্তস্থ নাস্তিকতা নিশাচরী পলায়ন করিলেন চার্ব্বাক শ্রীবিক্রমাদি ত্যকে গুরুর ন্যায় মানিয়া তাহার সকল বাক্য মানিলেন ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চার্ব্বাককে নানা পুকার ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার এই কথা সমাপ্তি হয়। যাত্রে সকল পুত্তলিকারা একত্র হইয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণোপাখ্যানোপক্রমে রাজারদের যে সকল ওত্তম গুন তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম এ সকল গুন যাহাতে থাকে সেই ওত্তম রাজা এ সিং-হাসনে বসিবার ওপযুক্ত অন্য রাজা বসিলে তাহার সমূহ অমঙ্গল হয় অতএব আমরা তোমার হিতকাম্যাতে তোমাকে এ সিং-হাসনে বসিতে বারণ করিলাম। ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হই

বেন না তুমি আমারদের মহোপকারী তোমার
প্রসাদে আমরা মুনিশাপপ্রাপ্ত স্থাবর ভাবহইতে
মুক্ত হইয়া জঙ্গম ভাবপ্রাপ্ত হইলাম তোমার
মঙ্গল হওক পরম সুখে রাজ্য কর। আমরা
সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে গমন করি। পুত্তলি
কারা শ্রীভোজরাজকে এই কথা কহিয়া সিং-
হাসন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভোজ
রাজ আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।—
ইতি শ্রীবিক্রমচরিতে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকোপা
খ্যান সমাপ্ত হইল।—

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Batriśa siṁhāsana Saṁgṁha bhāṁāte ; Mrityuñjaṁa Śarmmanā kriṁate

Śrīrāmapure [Serampore] 1808
A.or. 2532
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10250278-3